দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

প্রকাশকাল
জানুয়ারী- ২০২৩ ঈসায়ী

হাদিয়া : ৮০/- টাকা মাত্র

অন্তীম প্রকাশনী

* লেখক পরিচিতি *

নাম : মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তার স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা মাতার দিক থেকে কয়েকজন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম

পিতার দিক হতে, আব্দুল কাদের বিন আবুল হোসেন বিনআব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল যোবায়েরী (রহিঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত বর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে বদরী কাফেলা নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তার মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অত:পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্ধি থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।

মাতার দিক হতে, সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্থানের বেলুসকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (বাগাতিপাড়া, নাটোর) ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অত:পর তার নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অত:পর বড় বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১]

---

১ ভারত বর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস লেখক আব্দুল করিম মোতেম। (পৃষ্ঠা-৩০৬)

উপহার

নাম ঃ..

গ্রাম ঃ..

ডাকঘরঃ..

উপজেলাঃ..

জেলাঃ..

পদবী ঃ..

মোবাইল নম্বর ঃ..

" দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা"

সূচিপত্র

ভূমিকা

পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রসংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি, আহাল পরিবারের প্রতি। মহান আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ অনুগ্রহে "দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা" নামক নারীদের প্রেরণামূলক একটি বই লেখা সম্পূর্ণ করলাম। আশা করি বইটি সকলের জন্যই উপকারে আসবে "ইনশাআল্লাহ"।

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাগণ, যদিও অত্র বইটি লেখার জন্য আমি অনেক পূর্ব থেকেই মনস্থ করে ছিলাম, এই ভেবে যে, ২০১৮ সালের পর থেকে আমি যেই সকল কিতাবাদি লেখেছি এবং প্রকাশ করেছি তার কোনটিতেই নারীদের বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন কিতাব আমি রচনা করিনি। তাছাড়াও কিছু বোন আমাকে অবগতও করেছিলেন যে, সময় সুযোগ পেলে আমি যেন নারীদের জন্য স্বতন্ত্র কোন কিতাব লিখি। তবুও সময় ও পরিস্থিতি অবস্থাকে কেন্দ্র করে আমি নারীদের জন্য স্বতন্ত্র কোন কিতাব লিখতে পারিনি।

অতঃপর ২৪/০৭/২০২২ ঈসায়ী তারিখে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ছোট একটি কিতাব লেখার দৃঢ় সংকল্প করলাম এবং সে দিনই বিকেল থেকে আল্লাহর নামে কিতাবটি লেখা শুরু করলাম। পরবর্তীতে শারিরীক অসুস্থতা ও বিভিন্ন চাপ থাকার দরুন এ সপ্তাহে বইটি লেখার জন্য সামান্যতম সময়ও বের করতে পারলাম না। অত:পর আবার লেখা শুরু করলাম যা আজ ১৩/০৮/২০২২ ঈসায়ী তারিখে বিকেলে সমাপ্ত হয়। (আলহামদুলিল্লাহ)

অত:পর আমার লেখা "নারীদের নিয়ে সতন্ত্র এই বইটির কথা আমি আমার প্রিয়ভাজন ভাই, পাবনার রুহুল আমীন" কে অবগত করায় তিনি বইিটির প্রতি অনেক আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং দ্রুতই তা প্রকাশের জন্য আবেদন করলেন। যারই ফলে আজকে এই বইটি সকলের হাতে পৌছানোর চেষ্টায় বই প্রকাশের কাজ শুরু করি।

উক্ত বইটি পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং হিদায়েতের প্রতি অটুট রাখুন 'আমীন'। বইটি লেখা শুরু থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমি সকলের জন্যই কল্যান কামনা করি। এবং বইটি লিখতে শব্দ বা বানানে কোন ভুল পাঠকদের নজরে আসলে আশাকরি তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তিতে সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদন

লেখক

১৩/০৮/২০২২ ঈসায়ী

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের বিধান

সম্মানিতা বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপরেই ফরয। সে নারী হোক, কিংবা পুরুষ হোক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- اَقِيۡمُوا الدِّيۡنَ "তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর।"[২]

তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের কাজের কিছু ভিন্নতা রয়েছে। যেমন-দ্বীন লংঘনের কাজ দেখে একজন মুসলিম পুরুষ মুসলিমদেরকে জামায়াত বদ্ধ করে সেই জামায়াতের নেতৃত্ব দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু একজন মুসলিম নারী তা করতে পারবে না। কেননা কোন জামায়াত বা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে প্রধান নেতৃত্বের আসনে থাকা নারীদের জন্য বৈধ নয়। বরং তা মুসলমানদের জন্য অকল্যানকর। আবু বকরাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সঃ) এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনেছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফায়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময় আমি মনে করতাম যে, হক জামাল ওয়ালাদের অর্থাৎ আয়েশা (রাঃ) এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল আল্লাহর রাসুল (সঃ) এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন সে জাতি কখনও কল্যান লাভ করতে পারে না, যে জাতি তার (রাষ্ট্রীয়/জামায়াত প্রধান) গুরুদ্বায়িত্ব কোনো মহিলার হাতে সোপর্দ করে।[৩]

তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীরা মুসলিম পুরুষদেরকে সার্বক্ষণিক ভাবে সার্বিক সহযোগীতা করতে পারবে। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের

২. সুরা শূরা, আয়াত: ১৩
৩. ছহিহ বুখারী, হা: ৪৪২৫

অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই পুরুস্কার হিসেবে রেখেছেন মহা প্রতিদান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَ الۡخٰشِعِيۡنَ وَ الۡخٰشِعٰتِ وَ الۡمُتَصَدِّقِيۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيۡنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الۡحٰفِظِيۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ الۡحٰفِظٰتِ وَ الذّٰکِرِيۡنَ اللّٰهَ کَثِيۡرًا وَّ الذّٰکِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿۳۵﴾

অর্থ: "অবশ্যই আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, ছাওম পালন কারী পুরুষ ও ছাওম পালনকারীনী নারী, যৌনাংঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাংঙ্গ হিফাজত-কারীনী নারী, আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্বরণকারীনী নারী; ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।"[৪]

অতএব বোন উপরে উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশনা শুধু পুরুষের জন্যেই নয়, বরং আপনাদের জন্যও তা সমান ভাবে প্রযোজ্য। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আপনাকেও অংশ গ্রহন করতে হবে। এটাই আপনার জন্য ফরয। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হলে আপনাকে আগে ভালোভাবে জানতে হবে দ্বীন কি? তবেই আপনার জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কাজে অংশগ্রহন করা সহজ হবে। নিম্নে উল্লেখ করা হলো দ্বীন অর্থ কী?

দ্বীন অর্থ কী

আরবী ভাষায় "দ্বীন" শব্দের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য আর এর পারিভাষিক অর্থ সেই জীবনব্যবস্থা যা কাউকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জেনে তাঁর বিধান নীতিমালার আওতাধীন থেকে গ্রহণ করা হয়।[৫]

৪. সুরা আহযাব, আয়াত: ৩৫
৫. শব্দে শব্দে আল কুরআন মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান সৌরভ, বর্ণালী প্রকাশনী, ঢাকা প্রথম খন্ড, পৃ: ২০১

অতএব পৃথিবীতে যত প্রকার জীবন ব্যবস্থা বা মতাদর্শ রয়েছে যা দিয়ে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করে বা যেই মতাদর্শ মানুষ গ্রহণ করে যেমন-ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিষ্টান, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদী। এই সমস্ত মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা সবগুলোই হলো দ্বীন। এই সমস্ত দ্বীনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়-

(ক) দ্বীনে হক

(খ) দ্বীনে বাতিল

আর দ্বীনে হক হলো একমাত্র ইসলাম।

মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ ۟ وَ مَا اخۡتَلَفَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡیًۢا بَیۡنَهُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّکۡفُرۡ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থ: "নি:সন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।"[৬]

অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۹﴾

অর্থ: "তিনিই তাঁহার রাসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে।"[৭]

অতএব যারা আল্লাহর মনোনিত দ্বীন ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করবে বা অনুসন্ধান করবে তারা সকলেই অখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

৬. সুরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯

৭. সুরা আস সফ, আয়াত: ৯

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۸۵﴾

অর্থ: "কেহ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।"[৮]

ঐ সকল বাতিল দ্বীন সন্ধানকারীদের আল্লাহ তা'য়ালা ধমক দিয়ে বলেন-

اَفَغَیۡرَ دِیۡنِ اللّٰہِ یَبۡغُوۡنَ وَ لَهٗۤ اَسۡلَمَ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ کَرۡهًا وَّ اِلَیۡهِ یُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾

অর্থ: "তাহারা কি চাহে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে।"[৯]

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই দ্বীনে বাতিলকে বর্জন করে দ্বীনে হককে গ্রহণ করার এবং তাতে অটুট থাকার তাওফিক দান করুন। 'আমীন'

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীগণ যেভাবে অংশ গ্রহণ করবে

সম্মানিতা বোন! যেহেতু দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করা আপনার জন্য ফরয। সেহেতু আপনার উপর নির্ধারিত ফরয আদায়ের জন্য অবশ্যই আপনাকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আর সে জন্যে আপনাকে জানতে হবে, নারীগণ কিভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে? অত:পর সেই অনুযায়ী আপনাকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে যেতে হবে।

৮. সুরা আল ইমরান, আয়াত: ৮৫

৯. সুরা আল ইমরান, আয়াত: ৮৩

অতএব পুরুষদের সাথে নারীদের দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণমূলক কতিপয় কাজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন

সম্মানিতা বোন! ইসলাম প্রতিষ্টার কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে আপনার প্রয়োজনে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির প্রতি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর এটাও আপনার জন্য ফরয। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "(ইসলামের মৌলিক বিষয়ে) ইলম অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"[১০]

আর এই ফরযটি শুধু যে, কুরআন পড়া শিখতে পারলেই আদায় হবে তা নয়। বরং আপনার প্রয়োজনীয় ইসলামের দাবি হলো আপনাকে আপনার মাতৃভাষা সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে লেখা পড়া শিখতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿۳﴾
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾

অর্থ: "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে আলাক হইতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।:[১১]

অতএব আপনার প্রতিপালকের আদেশ হলো আপনাকে আপনার প্রতি-পালকের ক্ষমতা, মহত্ব, বড়ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে। আপনাকে পর্যাপ্ত অধ্যায়ন করতে হবে আর সে জন্যই আপনাকে আপনার মাতৃভাষা জানতে হবে।

১০. ইবনে মাজাহ, হাঃ ২২৪
১১. সুরা আলাক, আয়াত: ১-৫

নিজেকে একজন পর্দাশীল নারী হিসেবে গঠন

সম্মানিতা বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশ গ্রহণ মুলক কাজের জন্য আপনার জন্য অন্যতম কাজ হলো আপনার নিজেকে একজন পর্দাশীল নারী হিসেবে গঠন করা। কেননা, পর্দা আপনার জন্য শয়তানী হামলা বাধা দানকারী একটি প্রাচীর। শাইখ আব্দুল হামিদ ফায়জী আল মাদানী (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিম নারীর নিকট

পর্দা-আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য।

পর্দা-প্রেম ও চরিত্রের পবিত্রতা অনাবিলতা ও নিষ্কলঙ্কতা।

পর্দা-নারীর নারীত্ব, সতীত্ব, সম্মান ও মর্যাদা।

পর্দা-লজ্জাশীলতা, অন্তমাধুর্য ও সদাচারিতা।

পর্দা-মানবরূপী শয়তানের দৃষ্টি থেকে রক্ষা কবচ।

পর্দা-ইজ্জত হেফাজত করে, অবৈধ ব্যভিচার দূর করে, নরীরা মান ও মূল্য রক্ষা করে। জিনিস দামী ও মূল্যবান হলেই তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়। যেখানে সেখানে কাঁচ পাওয়া যায় বলেই তার কোন কদর নেই। কিন্তু কাঞ্চন পাওয়া যায় না বলেই তার বড় কদর। পর্দাশীল নারী কাঁচ নয়; বরং কাঞ্চন সুরক্ষিত মুক্তা।

পর্দা-নারীকে কাফের ও ক্রীতদাসী থেকে বাছাই করে সম্মানিতা মুসলিম নারী রূপে চিহ্নিত করে। পর্দা-আল্লাহর গযব ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে পর্দা। নারীর প্রধান শত্রু তার সৌন্দর্য ও যৌবন আর পর্দা তার লাল কেল্লা।[১২]

কাজেই আপনার নিকট শত্রু আপনার সৌন্দর্য ও যৌবন থেকে আপনার নিজেকে আগে রক্ষা করতে হবে। সেজন্যই আপানার নিজেকে একজন পর্দাশীল নারী হিসেবে গঠন করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপানার

১২. আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য-পৃষ্ঠা: ২৫

একমাত্র স্রষ্টা। আর একমাত্র তিনিই জানেন এই মানব সমাজে আপনার সুরক্ষা কি ভাবে হবে? আর আপনার সুরক্ষার জন্যই তিনি আপনাকে বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"হে নবী তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুসলিম রমনীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাঁদরের কিয়দাংশ নিজেদের (মুখ মন্ডলের) উপর টেনে নেয়। এতে (কৃতদাসী থেকে) তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (অর্থাৎ লম্পটরা তাদেরকে ইভটিজিং, উত্যক্ত করবে না)। মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۹﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবে'র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৩]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন-

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

১৩. সুরা-আহযাব, আয়াত: ৫৯

অর্থ: আর মুমিন নারীদের আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১৪]

সম্মানিতা বোন! উপরের উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় যে, মানবরূপী শয়তানের দ্বারা উত্যাক্ত ও ধর্ষণ হওয়া থেকে একমাত্র ইসলামই আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। যদি আপনি আপনার স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধান মেনে চলেন অর্থাৎ পর্দা করে চলেন তবে আপনি ইসলামের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবেন।

আবার এমন পর্দা করলে হবে না, যেই পর্দাটি আপনার শুধু বোরকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বরং ইসলাম অনুমোদিত বোরকা উত্তমরূপে পরিধান করে আপনার নিজের দৃষ্টিকেও সংযত রাখতে হবে। লজ্জাস্থান আপনাকেই হেফাজত করতে হবে। প্রয়োজনে আপনার জন্য উত্তম হবে আপনার নিজ গৃহেই অবস্থান করা। শরিয়া সম্মত কোন করণ ছাড়া বাড়ির বাহিরে না যাওয়া। আর বাড়ির বাহিরে গেলেও যেন, অন্ধকার যুগের নারীদের মতো অর্ধনগ্ন পোশাকে নিজেকে প্রদর্শন করে না বেড়ানো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

১৪. সুরা-নূর, আয়াত: ৩১

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ﴿۳۳﴾

অর্থ: "হে নারী জাতি তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াতী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।"[১৫]

অতএব যখন আপনি ইসলামের বিধান পর্দা না মেনে রাস্তায় চলাচল করবেন তখন শয়তান তার অনুসারী দুষ্ট ছেলেদেরকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দেবে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর যে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিত করে তোলে।"[১৬]

আর বোন! একই সাথে আপনাকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শয়তান সর্বদা মানুষেকে অর্ধউলঙ্গ বিবস্ত্র করে রাস্তায় নামাতে চায়। আর এটাই হলো মানুষর প্রতি শয়তানের প্রথম হামলা। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহিঃ) বলেন, মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্ব প্রথম হামলার ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধউলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথা কথিত প্রগতি, নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে জন সাধারণের মাঝে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।[১৭]

অতএব শয়তানের অনুসারিদের কর্ম ছেড়ে অবশ্যই আপনার নিজেকে একজন পর্দাশীল নারী হিসেবে গঠন করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে তাওফিক দান করুন। 'আমীন'।

১৫. সুরা-আহযাব, আয়াত: ৩৩
১৬. তিরমিযি মিশকাত, হা: ৩১০৯
১৭. তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৪৩৪

স্বীয় সমাজে নিজেকে একজন মুসলিম নারী হিসেবে উপস্থাপন

সম্মানিতা বোন! মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেই সকল নারীদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের **১২**টি আদর্শের কথা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"অবশ্যই আত্মসর্মপনকারী পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈয্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী ছাওম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌন অংঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী পুরুষ ও নারী ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) কে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।[১৮] অতএব উল্লেখিত **১২**টি আদর্শ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

প্রথম আদর্শঃ আত্মসর্মপনকারী পুরুষ ও আত্মসর্মপনকারী নারী অথবা মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী। ('মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসর্মপনকারী। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান) আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান পালনকারী।) হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সঃ) কে জিজ্ঞাস করলাম হে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) সর্বোউত্তম মুসলমান কে? তিনি বললেন "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।"[১৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন-"পূর্ণ মুসলিম সে পুরুষ বা নারী যার জবান ও হাত হতে অন্যান্য পুরুষ বা নারী নিরাপদে থাকে।[২০]

১৮. সুরা আহযাব, আয়াত: ৩৫-৩৬
১৯. ছহিহ বুখারী, হা: ১১/ রিয়াদুছছলিহীন, হা:২/১৫২০
২০. ছহিহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা: ৬

অতএব বোন! দু'টি জিনিস আপনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে-

১. জবান

২. আপনার হাত

যতক্ষণ এই দুইটি জিনিস আপনার নিয়ন্ত্রনে না থাকবে ততক্ষণ আপনি একজন পূর্ণ মুসলিম হতে পারবেন না। উপরে উল্লেখিত হাদিছের অর্থ হচ্ছে শরীআতের হুকুম ব্যতীত যে কোন মানুষকে যে কোন রকমের কষ্ট দেওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। এতে মানুষ পূর্ণ মুসলিম থাকে না।[২১]

কাজেই আপনার নিজেকে একজন পূর্ণ মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে চাইলে অবশ্যই আপনার জবান ও হাতকে আপনার নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে।

জবান দ্বারা যে ক্ষতি হয়

সম্মানিতা বোন! হয়তো আপনি জানেন না আপনার (জিহ্বা) জবান এমন একটি কথার মাধ্যমে আপনাকে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে দ্বার করাবে, অথচ সেই কথা আপনি অতি তুচ্ছ মনে করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন-"(মানুষ আবার) কখনো অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।[২২]

অন্য এক হাদিসে আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী (সা:) বলেছেন- "আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয় তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ জিভকে অত্যান্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপার সমুহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।[২৩]

২১. আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১০
২২. হাদিছের অংশ বিশেষ, ছহিহ বুখারী, হা: ৬৪৭৭/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা:৫/১৫২৩
২৩. তিরমিযী, হা: ২৪০৭/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ১১/১৫২৯

সম্মানিতা বোন! আর সেই জন্যই আল্লাহর রাসুল (সা.) মুসলিমদেরকে বারবার তার জবানকে নিয়ন্ত্রনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উবাদাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসুল (সা.) কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব? তিনি বললেন-"তুমি নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রনে রাখ।"[২৪]

অতএব বোন, আপনি আপনার জবানকে নিয়ন্ত্রন করুন, অন্য মুসলমানকে গালা-গালি করবেন না, ঝগড়া করবেন না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন- মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।[২৫]

সম্মানিতা বোন! যদি কেউ আপনাকে গালা-গালি করে তবে আপনি চুপ থেকে ধর্য্য ধারণ করবেন। ফলে গালা-গালির সকল গোনাহ তার উপর বর্তাবে যে, আপনাকে গালি দিচ্ছে।[২৬]

সম্মানিতা বোন! একজনের কথা অপরজনকে লাগাবেন না, কাউকে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলবেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে বললেন-"তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।"[২৭]

সম্মানিতা বোন! সকল সময়েই অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করুন। নিজ প্রতিবেশীর প্রতি অধিক মনোযোগী হন। মনে রাখবেন, মুসলিম সে ব্যাক্তি যে, নিজের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে, অন্যের জন্যেও সেটা কল্যাণকর মনে করে।[২৮]

২৪. তিরমিযী, হা:২৪০৬/রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ১০/১৫২৮
২৫. ছহিহ বুখারী, হা: ৪৮/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ১/১৫৬৭
২৬. মুসলিম, হা: ২৫৮৭/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ৩/১৫৬৯
২৭. মুসলিম, হা: ২৬২৬/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ৩/৭০০
২৮. আহমাদ মিশকাত, হা: ৫১৭১

<u>২য় আদর্শ:</u> মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। মু'মিন শব্দের অর্থ হলো-বিশ্বাসী, ঈমানদার। পরিভাষায় ঈমান হলো-কুরআনের উপস্থাপিত বিষয় সমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। ব্যবহারিক ভাবে ঈমান হলো-কতগুলি গুনের অধিকারী হওয়া।[২৯]

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) ঈমানের পরিচয় কি? রাসুল (সা.) বললেন-যখন তোমার সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখনই তুমি প্রকৃত মু'মিন।[৩০]

সম্মানিতা বোন! ঈমান এমন একটি বিষয় যা আপনার মাঝে যতো বেশি থাকবে তা ততই আপনাকে অসৎ কাজ করার দরুন পীড়া দেবে। যে কোন অসৎ কাজ করলেই আপনার অন্তরে বারবার অনুশোচনা তৈরি হবে। আপনার ঈমান বারবার ধিক্কার দেবে। যখন দেখবেন যে, অসৎ কাজ করার দরুন আপনার ঈমান আপনাকে পীড়া দিচ্ছে না, তখন আপনি বুঝবেন আপনার ঈমান কমে গেছে বা শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনার ঈমানের এমন করুন অবস্থা হওয়া থেকে আপনি মহান আল্লাহর নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

সম্মানিতা বোন! আপনার ঈমান আপনার আমানতদারীতা বৃদ্ধি করে দেবে অর্থাৎ আপনার নিজেকে একজন মু'মিন হিসেবে গঠন করতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে আমানতদারী হতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে একথাগুলি বলেননি যে, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন (ধর্ম) নেই।[৩১]

২৯. আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১০
৩০. মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১১৪৫
৩১. মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১৯৩৫

অত্র হাদিছের এই অর্থ বুঝায় যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে পূর্ণ মু'মিন নয় এবং ওয়াদা ঠিক রাখে না সেও পূর্ণ মুমিন নয়।

সম্মানিতা বোন! লজ্জাশীলতাও আপনার জন্য ঈমান। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[৩২]

অন্য এক হাদিছে বর্ণিত আছে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন-যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। অর্থাৎ তার ঈমান পূর্ণ নয়।

সম্মানিতা বোন! ঈমানের আর একটি পর্যায় হলো আপনার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তাদি, দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর আদেশকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, সবার চেয়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) কেই প্রিয়তম বানাতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন-"তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা ও তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম না হব।" (আমার আদর্শ হবে তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয়তম, সর্বক্ষেত্রে আমার আদর্শ খুঁজে বের করা মুমিনের জন্য জরুরী, আর এটাই ঈমানের পরিচয়)।[৩৩]

তৃতীয় আদর্শ: অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এখানে এমন পুরুষ ও নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সর্বদা তাদের অন্তর ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর বিধান পালনে মশগুল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

৩২. ছহিহ বুখারী, হা: ২৪/রিয়াদুছ ছলিহীন, পৃষ্ঠা:১/৬৮৬
৩৩. ছহিহ বুখারী, মুসলিম, মিসকাত, হা: ৭

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

অর্থ: "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তা'য়ালার) ইবাদাত করে, সে পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে।"[৩৪]

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নেক বান্দাদের এমন একটি বিশেষ গুণের কথা তুলে ধরেছেন যা, নবী-রাসুল ও অতি উচ্চমানের নেক বান্দাদের আদর্শ। আর তা হলো রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা।

মানুষ কেনইবা আল্লাহর ইবাদত করবে না? এই আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুইতো একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ۝

অর্থ: "আকাশ ও জমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁর একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করে।"[৩৫]

অতএব বোন! আপনি যদি কূনূত বান্দী হতে চান তবে আপনার প্রতিও মহান আল্লাহ তা'য়ালার সেই একই আদেশ, যে আদেশ আল্লাহ তা'য়ালা নিম্নের আয়াতে হযরত মরিয়াম (আঃ) কে দিয়ে ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

অর্থ: "হে মরিয়াম! তোমার প্রতিপালোকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু কর।"[৩৬]

৩৪. সুরা যুমার, আয়াত: ৯
৩৫. সুরা রুম, আয়াত: ২৬

চতুর্থ আদর্শ: সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী। সম্মানিতা বোন! সত্যবাদীতা এমন একটি জিনিস যা বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেচেন- 'নিশ্চই সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায় আর পূণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদি রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।'[৩৭]

পঞ্চম আদর্শ: ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারী। 'ছবর' এর আভিধানিক অর্থ হলো নিজেকে বেঁধে রাখা, ধৈর্য্য ধারণ করা। এখানে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্যকরে অটল হয়ে থাকেন। শত বাঁধার মোকাবিলা করে দ্বীনের উপর অবিচল থাকে এবং কোন ক্রমেই আদর্শচ্যুত হয় না।[৩৮]

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

অর্থ: "আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরুষ্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।"[৩৯]

সম্মানিতা বোন! ধৈর্য্যশীলকে জান্নাতে আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেস্তাগন সালাম দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

৩৬. সুরা আল-ইমরান, আয়াত: ৪৩
৩৭. ছহিহ বুখারী, হা: ৬০৯৪/রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ১/১৫৫০
৩৮. আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১৩
৩৯. সুরা দাহর, আয়াত: ১২

سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَى الدَّارِ

অর্থ: "(ফেরেশতাগণ) বলবে, তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদের প্রতি সালাম কত উত্তম এই পরিনাম।"[৪০]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَالۡجُوۡعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ

অর্থ: "(হে নবী!) তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্য্যশীলগণকে।"[৪১]

অতএব বোন! দ্বীনেরপথে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে আপনার প্রতি যতো বিপদ, মসিবত আসুক না কেন? তাতে ভীত হয়ে পিছিয়ে না গিয়ে আপনাকে ধৈর্য্যধারণ করতে হবে এবং সামনে অগ্রসর হতে হবে।

ষষ্ঠ আদর্শ: আল্লাহর নিকট বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী। হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, (বিনীত) অর্থাৎ আন্তরিক প্রশান্তি, একাগ্রতা ও বিনম্রতা। কারো অন্তরে আল্লাহর ভয় জায়গা করে নিলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করে তুমি তাঁকে দেখছো আর তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। সুতরাং প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হলেও এ পরিস্থিতিতে অন্তরে যে, ভাবাবেগ হওয়া জরুরী তা অবশ্যই হতে হবে।[৪২]

অতএব বোন! প্রত্যেক ইবাদতেই আপনাকে আল্লাহর নিকট বিনীত হবার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ

৪০. সুরা রাদ, আয়াত: ২৪
৪১. সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫৫
৪২. তাফসিরে ইবনে কাসির ষষ্ঠ খন্ড আলকুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা: ৩১৭

অর্থ: "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা তাদের নিজেদের সালাতে বিনয় নম্র।"[৪৩]

সপ্তম আদর্শ: দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী। আল্লাহ তা'য়ালা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ পেশ করেছেন, যারা গরীব-দুঃখী ও অভাব গ্রস্থদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে। উত্তম মাল কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রদান করে।[৪৪]

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ছদকা বলা হয় আল্লাহর অনুগত্য অর্জন ও তাঁর বান্দাদের উপকৃত করার জন্য এমন দূর্বল মুখাপেক্ষিদের প্রতি করুনা করা। যারা নিজের উপার্জন করতে সক্ষম নয়, এমন লোক নয় যারা তাদের জন্য রোজগার করবে। ছহিহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত-আল্লাহ তা'য়ালা সাত প্রকার লোককে তাঁর বিশেষ ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর বিশেষ ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হলো তারা, যারা এতো গোপনে দান করে যে, ডান হাত দান করলে বাম হাতও তা টের পায় না। অন্য এক হাদিছে বর্ণিত, ছদকা গোনাহকে ঠিক তেমনি মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

সুনানে তিরমিযী, গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর সূত্রে আল্লাহর রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-নিশ্চয়ই ছদকা আল্লাহ তা'য়ালার রাগ ঠান্ডা করে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে। ছহিহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বির্ণত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন-তোমাদের সবাই তার রবের সাথে কথা বলবে, বান্দা ও রবের মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। বান্দা তার ডান দিকে তাকাবে, সে সেখানে পূর্বে পাঠানো বস্তু ছাড়া আর কিছু দেখবে না। তার বামে তাকাবে, সেখানে সে তার পূর্বে পাঠানো বস্তু ছাড়া আর কিছু

৪৩. সুরা মু'মিনুন, আয়াত: ১-২
৪৪. আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১৪

দেখবে না। বান্দা তার সামনের দিকে তাকাবে সেখানেও সে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন দেখতে পাবে, যা তার চেহারা ঝলসে দেবে। হে লোক সকল! তোমরা জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো, এবং তা থেকে বাঁচার উপায় বের করো, যদিও তা একটি খেজুরের সামান্য অংশের বিনিময়ও হয়। অন্য এক হাদিছে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহতা'য়ালার প্রতি ঈমান আনা। হযরত আবু যার (রাঃ) বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) ঈমানের সাথে আমল লাগবে কি? তিনি বললেন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে যা দিয়েছেন তা থেকে দান করো অথবা তাঁর দেয়া রিযিক থেকে দান করো। তাই আল্লাহর রাসুল (সা.) এক ঈদের খোতবায় বলেছেন- হে মুসলমান নারীগণ! তোমরা দান করো, যদিও অলংকার থেকে করতে হয় কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামের আগুনে দেখেছি। এ হাদিছে আল্লাহর রাসুল (সা.) মুসলমান নারীদের উৎসাহিত, অনুপ্রানিত করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় দান/ছদকা করে তার আযাব ও গযব থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যেতে পারে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, আমল গুলো পরস্পর প্রতিযোগীতা করে, আর ছদকা বলে, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ছহিহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) কৃপন ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন-দু'ব্যক্তি যাদের গায়ে লোহার জুব্বা পরার কারনে তাদের হাত তাদের বুক ও গলার সাথে লেগে আছে। এরপর যখন ছদকাকারী ব্যক্তি যখনই কোনো দান করে, তখন তার জুব্বা প্রশস্ত হতে থাকে, এমন কি তার হাত ও আঙ্গুল আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে থাকে। আর কৃপন যখনই কোনো কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার জুব্বা তার জন্য সংকুচিত হয়ে যায় এবং জুব্বার প্রতিটি জোড়া তাকে আঁকড়ে ধরে তাকে

সংকীর্ণ করে ফেলে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি, আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখিয়েছেন, তুমি তা খুলতে চেষ্টা করবে, কিন্তু খুলতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑯

অর্থঃ "এটি তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।"[৪৫]

তাই তো দান তার শত্রুর কাছেও তাকে প্রিয় আর কৃপনতা তাকে তার সন্তানের কাছেও ঘৃণিত করে তোলে। যেমন কোনো কবি বলেছেন-জন সম্মুক্ষে প্রকাশ দেয় মানুষের ত্রুটি, যদি হয় সে কৃপণ, ঢেকে দেবে তার ত্রুটি সমগ্র খোলা হাতে করে যদি দান। দানের ভূষণ ঢেকে দেয় ত্রুটি দানশীলতা সত্যই ঢেকে দেয় বিচ্যুতি।[৪৬]

সম্মানিতা বোন; উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম পুরুষদেরকে যেমন দানের আদেশ দিয়েছেন, তেমনি নারীদেরকেও দানের আদেশ দিয়েছেন। সকলের জন্যই দানের অভ্যাস তৈরি করা জরুরী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়লা বলেছেন- হে আদম সন্তান তোমরা খরচ করো অর্থাৎ সঠিক পথে ব্যায় করো। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।[৪৭]

৪৫ (সুরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬)

৪৬. তাফসিরে ইবনে কাসির-আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭-৩১৯

৪৭. ছহিহ- বুখারী, হা:-৫৩৫২

অতএব- মানুষ সঠিকপথে যতো ব্যায় করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ততোই দিতে থাকবেন।

আর মানুষ ব্যায় করা বন্ধ করে দিলে- আল্লাহও তার জন্য ব্যায় করা বন্ধ করে দিবেন।

কাজেই বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেশি বেশি ব্যায় করুন। সেই দানটি যদিও আপনার হাতের বালা, নাকের ফুল, গলার মালা হয়, তবুও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, নবী (সা.) ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এই সালাতের আগেও তিনি নফল ছলাত পড়েননি এবং পরেও না। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে ছদকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালি ও গলার মালা খুলে দান করেন।[৪৮]

সম্মানিতা বোন! আপনি আপনার সাধ্যমতো সর্বঅবস্থায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দান করে যান।

যখন আপনার "আমীর" আপনাকে দানের আদেশ দিবে- তখন আপনাদের দানের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করার প্রতিই উপরোক্ত হাদিসে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অত:পর যারা দান না করে নিজেদের অর্থ সম্পদ জমা করে রাখে ইসলামের প্রয়োজনে যখন ব্যায় করে না, তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۟

৪৮. ছহিহ বুখারী- হা– ৫৮৮১

অর্থ: "দূর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও উহা বারবার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনোনা সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়; তুমি কি জান হুত্বামা কি? ইহা আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই ইহা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।"[৪৯]

অষ্টম আদর্শ: ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারী নারী।

হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আছে ছিয়াম শারিরিক যাকাত। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি বা আত্তাকে শরিয়াতের আলোকে এবং মানবতার আঙ্গিকে মন্দ অনুভূতি থেকে পবিত্র করা।[৫০]

ছিয়াম পালনের ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন-যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর (৭০) বছরের পথ দূরে করে দিবেন।[৫১]

সম্মানিতা বোন! ছিয়াম পালন কারিদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহতা'য়ালা একটি স্পেশালি দরজা রেখেছেন, সেই দরজার নাম "রাইয়্যান"। আর এই দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ব্যতিত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন-জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তার মধ্যে একটি দরজার নাম হচ্ছে রাইয়্যান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতিত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[৫২]

কাজেই বোন! আপনার নিজেকে একজন ছিয়াম পালনকারী হতে হবে। শুধু রমাদানের ফরয ছিয়াম নয়; বরং আরবী মাসের **১৩,১৪ ও ১৫**

৪৯. সুরাহ হুমাযাহ-আ: ১-৯
৫০. তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা: ৩১৯
৫১. ছহিহ বুখারী, হা: ২৮৪০
৫২. ছহিহ বুখারী, হা: ৩২৫৭

তারিখের নফল ছিয়াম আথবা প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবারে একটি করে নফল ছিয়াম পালন করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

নবম আদর্শ: লজ্জা স্থানের হেফাজতকারি পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজত কারি নারী। হাফিজ ইবনে কাসির (রহি:) বলেন (লজ্জা স্থানের হেফাজত কারি পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারি নারী।) অর্থাৎ অবৈধ ও অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজতকারী। হ্যা, যেখানে বৈধ সেখানে লিপ্ত হতে কোন দোষ নেই।[৫৩]

সম্মানিতা বোন! অবশ্যই আপনাকে আপনার লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হতে হবে। আর আমি পূর্বেই বলেছি আপনার যৌবন ও আপনার সুন্দর্য্য আপনার প্রদান শত্রু। এই শত্রুটি আপনাকে একজন পুরুষের নিকট শুধু একজন নারী হিসেবেই উপস্থিত করে না; বরং একটি হিংস্র ক্ষুধার্থ বাঘের নিকট যেমন-শুশ্রি হরিণীকে আকর্ষণীয় মনে হয়, ঠিক তেমনি আপনার যৌবন ও আপনার সৌন্দর্য্য লাগামহীণ যুবকের নিকট আপনাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

সম্মানিতা বোন! আবার যদি এমন হয় যে, আপনি জানেন কোন এক পথের ধারের জঙ্গলে ক্ষুধার্থ হিংস্র বাঘ রয়েছে, তবে কি আপনি সেই পথ দিয়ে একা একা পথ অতিক্রম করতে চাইবেন? হ্যা বোন বর্তমানের অনৈসলামিক সমাজে সকল পথই আপনার জন্য সেই হিংস্র বাঘ লুকিয়ে থাকা পথের চেয়েও ভয়ংকর। কাজেই আপনি বর্তমান সমাজের অনৈসলামিক সকল পথকে বর্জন করে একটি ইসলামী পথের সন্ধান করুন। একমাত্র ইসলামই আপনার ইজ্জত সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

সম্মানিতা বোন! হযরত সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর (জিহব্বা) এবং তার দুই পায়ের মধ্যস্থিত

৫৩. তাফসিরে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২০

বস্তুর (লজ্জাস্থান) জিম্মাদার হবে, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদর হব।[৫৪]

বোন, অত্র হাদিছে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনাকে দু'টি কাজ দিয়েছেন-

ক) জ্বানের জিম্মাদার হওয়ার তথা নিয়ন্ত্রনে রাখার।

খ) আপনার লজ্জাস্থানের জিম্মাদার হওয়া।

তাহলে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আপনার জন্য জান্নাতের জিম্মাদর হবেন।

সম্মানিতা বোন! আরো একটি বিষয়ে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, তা হলো-মানুষের মুখ আর লজ্জাস্থানই মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়। রাসুল (সঃ) বললেন- তা হচ্ছে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও উত্তম চরিত্র। আর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়? রাসুল (সঃ) বললেন-মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান।[৫৫]

দশম আদর্শ: আল্লাহকে অধিকমাত্রায় স্বরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিমাত্রায় স্বরণকারী নারী। তথা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কারী পুরুষ ও আল্লাহর যিকরকারী নারী।

সম্মানিতা বোন! বর্তমানে ভারতীয় উপমাদেশের মুসলমানদের মাঝে যিকর নিয়ে দু'টি ভাগ হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর যিকর করার নামে কুরআন সুন্নাহ এর পরিপন্থী কিছু যিকর মনগড়া তৈরি করে নিয়েছে এবং সেটাই ভক্তদের মাঝে প্রচার করছে। আর একদল উপরে উল্লেখিত মনগড়া যিকর পার্টিদের কর্মকান্ডে যিকর যে ইসলামেরই একটি ইবাদত তা যে করা খুবই জরুরী, সে কথাটাও অন্তরের বিশ্বাস থেকে হারিয়ে ফেলেছে।

৫৪. ছহিহ বুখারী, হা: ৬৪৭৪
৫৫. তিরমিযি, হা: ২০০৪

*** প্রথম শ্রেণীর যিকির ওয়ালাদের অবস্থা:** তারা কুরআন সুন্নাহ এর যিকির এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া যিকর তৈরি করেছে। "ইল্লাল্লাহ" যিকর কুরআন হাদিসের কোন স্থানেই নেই। "ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ব্যতিত, আল্লাহ নেই। এখানে বলেন কেউ যদি যিকির করে আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ব্যতিত, এটার অর্থ কি দাড়ায়? এর কি কোন অর্থ থাকলো? এখন যদি "ইল্লাল্লাহ" এর যিকির পার্টিরা যিকির করে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া, এখন যদি কোন মুশরিক বলে আরো ইলাহ আছে, আরো ইলাহ আছে। তাহলে কি এটা সেই মুশরিকের দোষ? বরং ইল্লাল্লাহ যিকির তৈরি কারক মুসলিমরূপি তাগুতের দোষ ও তার অনুসারী মুসলিমরূপি মুশরিকদের দোষ। আবার যদি কেউ এই যিকির করে আল্লাহ নেই, আল্লাহ নেই। সে তো স্পষ্ট নাস্তিক হয়ে যাবে। সুতরাং যেই সকল যিকির ইসলাম আপনাকে শিক্ষা দেয়নি সেই সকল যিকিরকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহু, আল্লাহু এই যাবতীয় যিকিরও ইসলামে নেই। আবার যিকির এর কিছু নিয়ম পদ্ধতিও তৈরি করেছে ইসলামের দুশমনরা। তা হলো নাচা-নাচী, লাফা-লাফী, চেচা-চেচি, বাঁশে উঠা, ছাদে উঠা ইত্যাদি। এই সকল পদ্ধতি যিকর এর নামে মুসলিমদের সাথে প্রতারণা। যিকির হবে আল্লাহর। বলুন তো কেউ যদি কোন কিছু স্বরণ করতে চায়, তাহলে সে লাফা-লাফি, নাচা-নাচি করবে? না কি চুপ করে বসে বা দাঁড়িয়ে ধিরস্থীর মাথায় ভাবার চেষ্টা করে। অবশ্যই চুপ করে বসে বা দাঁড়িয়ে ধিরস্থীর মাথায় ভাবার চেষ্টা করে। আর তার নামই হলো স্বরণ। আরবীতে যিকির বলা হয়। অতএব আল্লাহর যিকির ও ধিরস্থীর ভাবে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে করতে হবে। তা ছাড়া লাফা-লাফি, নাচা-নাচি করে আল্লাহর স্বরণ বা যিকির করলে আল্লাহর সাথে বেয়াদবী হয়ে যাবে।

*** দ্বিতীয় শ্রেণির অবস্থা:** এই শ্রেণির মুসলিমগণ উপরের শ্রেণির যিকির আলাদের যিকির করার অবস্থা দেখে ইনারা ভেবেই নিয়েছে ইসলামে যিকির নেই। যিকির মানেই হলো ভন্ডামী, ভন্ড পীরের শয়তানী। কাজেই

এরা যিকির এর মতো এতো গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। কিন্তু সম্মানিতা বোন! ইসলামে যিকির রয়েছে আর আপনাকে যিকির করতে হবে। তবে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক যিকির করতে হবে। আপনি সারা দিনে যখনই আপনার মুখ সালাত বা খানা থেকে বিরতি থাকে তখনই আপনি যিকির করুন- "সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার"। আপনি আপনার ইচ্ছামতো যিকির করুন, ইচ্ছামতো যিকির থামান। আপনি সারা দিনে উল্লেখিত যিকির ১০০/৫০০/১০০০/২০০০ আপনার সুবিধা মতো করুন। আর এই সকল তাসবিহ পাঠ করার সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারাই পাঠ করা উত্তম। হযরত ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন- "তোমরা সুবহানাল্লাহ" লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ" বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙ্গুল দিয়ে তা গণনা কর। কেননা শেষ বিচার দিবসে আঙ্গুল সমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো হবে। সুতরাং তাসবীহ থেকে বিমুখ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৫৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন- "যখন কোন মানুষ আল্লাহর যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, তাঁর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর পাশের ফেরেশতাগণের সামনে তাদের প্রশংসামূলক আলোচনা করেন।[৫৭] অতএব বোন আপনাকেও অধিক যিকির করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

এগারতম আদর্শ: আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা এমন আদর্শবান নারী পুরুষের কথা

৫৬. ছহিহ সুনানে তিরমিযি, ৩য় খন্ড, হা: ২৮৩৫
৫৭. মুসলিম, হা: ৪৮৬৮

বলেছেন-যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালাকে চুড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে নিঃস্বার্থ ভাবে পরম আনুগত্যের সাথে মেনে নেয় এবং তাঁদের ফায়সালা ব্যতিত অন্যান্য ফায়সালাকে চুড়ান্ত ভুল বলে মনে করে।[৫৮]

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ইমাম আহমদ (রহিঃ) পর্যায়ক্রমে আফফান, হাম্মাদ ইবনে সালমা, সাবেত; কেননা ইবনে নোয়াইম আল আদাবী (রহিঃ) এর সূত্রে আবু বারযা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জুলাইবিব (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি মহিলাদের কাছে যাতায়াত এবং তাদের সাথে কৌতুক করতো, এটা জেনে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, জুলাইবিব (রাঃ) যেন তোমাদের কাছে আজ আসতে না পারে, আসলে আমি এই এই করবো। আনসারদের রীতি ছিলো তাদের কোন অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে, আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের মেয়ে বিয়ে করবে না, এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মেয়ে অন্য কোথাও বিয়ে দিতেন না।

একদিন আল্লাহর রাসুল (সা.) একজন আনসার সাহাবীকে বললেন-তোমার মেয়ে আমায় দিয়ে দাও। আনসার সাহাবী বললেন, এটা তো খুবই খুশির ও সম্মানের বিষয় ইয়া রাসুলল্লাহ (সা.), তখন আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন, আমার নিজের জন্য তাকে চাইনি। আনসারী বললেন, তবে কার জন্য হে আল্লাহর রাসুল (সা.)। রাসুল (সা.) বললেন, জুলাইবিব এর জন্য। আনসারী বললেন, আমি তার আম্মার সাথে একটু পরামর্শ করে বলবো। তিনি তার কাছে এসে বললেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) তোমার কন্যার জন্যে বিয়ের পয়গম দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, খুবই উত্তম প্রস্তাব, খুবই খুশির কথা। তিনি বললেন রাসুল (সা.) এর নিজের জন্য নয়; বরং জুলাইবিব নামক এক সাহাবীর জন্যে। তার স্ত্রী বললেন, জুলাইবিব কি তাঁর পুত্র? আল্লাহর কসম, তার সাথে আমরা আমাদের মেয়ে বিয়ে দেবো না।

৫৮. আদর্শ পরিবার, পৃ: ১৮

আনসারী যখন আল্লাহর রাসুল (সা.) কে তাদের মত জানাতে রওনা হচ্ছিলেন, তখনই তার মেয়ে তার আম্মার কাছে জিজ্ঞেস করলো, কার পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গম এসেছে? তিনি মেয়েকে বিস্তারিত জানালেন। মেয়ে আম্মার কথা শুনে বললো, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান করছো? এটা সম্ভব নয়। তোমরা আমাকে তাঁর হাওলা করো। তিনি কখনও আমার জীবন নষ্ট করবেন না। অত:পর তার আব্বা রাসুল (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার প্রস্তাবে আমরা সম্মত। তখন তিনি জুলাইবিব (রাঃ) এর সাথে আনসারীর মেয়েকে বিয়ে দেন।[৫৯]

বারতম আদর্শ: কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আদর্শবান বান্দা-বান্দীকে তাঁর নাফরমানী না করার ব্যপারে কঠোর ভাবে সতর্ক করেছেন। কারণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদর্শ বা আদেশ মানিবে না তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম।[৬০]

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَا تَجۡعَلُوۡا دُعَآءَ الرَّسُوۡلِ بَیۡنَکُمۡ کَدُعَآءِ بَعۡضِکُمۡ بَعۡضًا ؕ قَدۡ یَعۡلَمُ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ یَتَسَلَّلُوۡنَ مِنۡکُمۡ لِوَاذًا ۚ فَلۡیَحۡذَرِ الَّذِیۡنَ یُخَالِفُوۡنَ عَنۡ اَمۡرِہٖۤ اَنۡ تُصِیۡبَہُمۡ فِتۡنَۃٌ اَوۡ یُصِیۡبَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۶۳﴾

অর্থ: "রাসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারন করে তারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মান্তক শাস্তি।"[৬১]

৫৯. তাফসিরে ইবনে কাছীর আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৩২৫
৬০. আদর্শ পরিবার, পৃ: ২০
৬১. সুরা নূর, আয়াত: ৬৩

অতএব সম্মানিতা বোন! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ আপনার জন্য শরিয়াত। কাজেই আপনি যদি একজন মু'মিন নারী হন তবে অবশ্যই শরিয়াতের নিকট আপনার হাত-পা বাধা। আপনি ইচ্ছে করলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর আদেশ অমান্য করতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছে মতো কোন মানব রচিত বিধান আপনি মানতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছা মতো কোন ব্যক্তিকে নেতা মানতে পারবেন না। এই সকল কিছুর পেছনেই থাকতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর নির্দেশনা। আপনার স্বীয় সমাজে নিজেকে যেমন একজন মুসলিম নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, স্বীয় সংসারেও আপনাকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

স্বীয় সংসারে নিজেকে একজন আদর্শবান নারী হিসেবে উপস্থাপন

সম্মানিতা বোন! একজন নারী কখনো কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী, পরবর্তীতে কারো জননী হয়ে মর্যাদায় উন্নীত হয়। আর প্রতিটি স্থানেই বা সময়েই একজন নারীকে একজন আদর্শবান নারী হিসেবে উপস্থাপন করায়, একজন নারী দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণের শামিল। যেহেতু একজন নারীর মূল দায়িত্ব শুরু হয় তার স্বামীর সংসারের সাংসারিক বা পারিবারিক জীবন থেকেই। যেহেতু আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো-একজন আদর্শবান নারীর পারিবারিক জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি ভূমিকা রাখা উচিৎ। এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই "পিস পাবলিকেশন" প্রকাশিত কিতাব মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম এর মহিলা বিষয়ক 'হাদীস সংকলন" এর ১৩৯ পৃষ্ঠার শিরোনাম নারী নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে দিয়ে শুরু করলাম।

নারী নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে

হযরত হিশাম (রাঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নাবী করীম (সা.) এর সামনে বিয়ের জন্য হেবা করেছিলেন।[৬২]

সচ্চরিত্র পুরুষের নিকট নারী সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। ইসলামী শরীয়াতে এ ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[৬৩]

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন নারী রাসুল (সা.) এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনি কি আমাকে বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করেন?[৬৪]

হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা রসুল (সা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করল। রাসুল (সা.) তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি তার উপরে উঠিয়ে তার শরীরের উপর চিন্তার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। অত:পর দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। মেয়েটি ভাবল, তিনি তার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন না, তাই মেয়েটি বসে পড়ল। ছাহাবীগণের মধ্যে হতে একজন ছাহাবী দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনি তাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে না করলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেন। রাসুল (সা.) ছাহাবীকে বললেন, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে? ছাহাবী (রাঃ) বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমার কাছে কিছুই নেই। রাসুল (সা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও এবং অন্বেষণ কর কিছু পাও কিনা? ছাহাবী গেল, অত:পর ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, কিছুই পেলাম না। রাসুল (সা.) বললেন-যাও একটি লোহার আংটি হলেও খুজে নিয়ে আসো। সাহাবী গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আল্লাহর

---

৬২. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫১১৩
৬৩. আদর্শ পরিবার, পৃঃ ৩৮
৬৪. ছহিহ বুখারী, হাঃ ২/৭৬৭ পৃষ্ঠা

কসম! একটি লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার একটি লুঙ্গি আছে আমি তাকে অর্ধেক দিব। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি অর্ধেক লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে তার হবে না, আর সে পরলে তোমার হবে না। সে পর্যন্ত সাহাবীটি বসে পড়ল। দীর্ঘ সময় বসে থেকে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। রাসুল (সা.) তাকে চলে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। সাহাবী তাঁর নিকট আসলে তাকে বললেন তুমি কুরআনের কিছু জান? সে বলল, আমি অমুক, অমুক সূরাহ জানি। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি যাও কুরআনের বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দাও।[৬৫]

সম্মানিতা বোন! বিবাহের পরেও নারীদের রয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব। সেই দ্বায়িত্ব সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই দ্বায়িত্বটি রয়েছে তা হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেই অধিকার রয়েছে? সেই অধিকার পূরণে স্বামীকে সহযোগীতা করা। নিম্নে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার

সম্মানিতা বোন! স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে নিচে উল্লেখ করলাম।

প্রথম অধিকারঃ বৈধকর্মে ও আদেশে স্বামীর আনুগত্য করা। সম্মানিতা বোন! আমার একথা সুস্পষ্ট যে, একজন স্বামী তার সংসারের নেতা। কাজেই সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য জরুরী। আর স্বামীর আনুগত্যকারী স্ত্রীর জন্য ইসলাম জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন-"রমনী তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে, রমাদানের ছিয়াম পালন করলে, ইজ্জতের হেফাজত

৬৫. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৯৭৩

করলে, ও স্বামীর আনুগত্য করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামতো প্রবেশ করতে পারবে।[৬৬]

সম্মানিতা বোন! আপনার স্বামীর ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন-আমি যদি কাউকে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম তার স্বামীকে যেন সিজদা করে।[৬৭]

সম্মানিতা বোন আমার! বর্তমান সময়ে এমন অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় তারা তাদের স্বামীর পরিবর্তে নিজেরাই বাড়ির কর্তা বা নেতা সেজে বসে থাকে। সংসারের সকল কিছুর এমন কি স্বামীর তত্বাবধায়কও হয়ে থাকে স্ত্রী। এই সকল পরিবারকে নারী প্রধান পরিবার বলা হয় অথচ আল্লাহর বিধান হলো পুরুষ প্রধান পরিবার হওয়া। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

অর্থঃ "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"[৬৮]

আর আল্লাহর বিধানের বিপরীত যে বা যারা করবে তারা কখনই সফল কাম হতে পারবে না। সেই সংসারে অশান্তির কোন শেষ থাকবে না, অসহায় স্বামী বেচারা মৃত্যুর পূর্বেই জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করবে এতে

৬৬. মিশকাত-৩২৫৪
৬৭. ছহিহ তিরমিযী, হাঃ ১১৫৯
৬৮. সুরা নিছা, আয়াত: ৩৪

কোন সন্দেহ নেই। কাজেই কেন আপনি যেনে বুঝে আপনার অসহায় স্বামী বেচারাকে দুনিয়ার লাঞ্ছিত জীবন থেকে বাচাবেন না?

সম্মানিতা বোন আমার! আপনি কি জানেন স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর কতোটুকু অধিকার রয়েছে? আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন-স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেটেও দেয়, তবুও সে তার যথার্থ অধিকার আদায় করতে পারবে না।[৬৯]

দ্বিতীয় অধিকার: স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার খেয়াল রাখা স্ত্রীর জন্য জরুরী।

সম্মানিতা বোন! একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, স্বামী তার পরিবারের নেতা, আর নেতার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা সেই পরিবারের লোকদের পানাহারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

অর্থ: "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এক কে আপরের উপন শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"[৭০]

সম্মানিতা বোন! অত্র আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তা'য়ালা যেমন পুরুষদের স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব দিয়েছেন এবং শ্রেষ্টত্বের কারণ উল্লেখ

৬৯. ছহিহ আল জামিউছ ছগির ওয়াযিয়াদাতুহ, হা: ৩১৪৮
৭০. সুর নিছা, আয়াত: ৩৪

করেছেন, তেমনি অত্র আয়াতের মাধ্যমাংশে স্ত্রীদের কেউ দুইটি কাজ/ দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

অর্থ: "সুতরাং সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন, তা হিফাজত করে।"[৭১]

অতএব স্ত্রীদের উপর আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া দায়িত্ব দু'টি হলো-

(ক) স্বামীর আনুগত্য হওয়া।

(খ) এবং স্বামীর এমন সম্পদ যা স্বামীর জন্য একমাত্র নির্দিষ্ট তার হিফাজত করা।

আনুগত্য স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সর্বাবস্থায় স্বামীর শরিয়াত সম্মত আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। স্বামী যদি স্ত্রীর কোন অনার্থক কথা চুপ থাকতে বলে তবে সে চুপ থাকে। স্বামী বাজার থেকে স্ত্রীর জন্য যেই সকল প্রসাধনী বা যে কোন রং এরই পোশাক কিনে আনুক না কেন, তা হাসি মুখে গ্রহণ করে। স্বামীকে অকর্মা বলে গালি দিয়ে সে নিজেই মার্কেট করতে যায় না। স্বামীর কথার উপরে উল্টো কথা বলে না। স্বামীর বা তার স্বজনদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না ইত্যাদি। আর স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট অধিকারের হেফাজতকারী স্ত্রীর বৈশিষ্ট হলো, তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষদের সাথে ঘোরা-ফেরা, মেলা-মেশা করে না। এমনকি স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পুরুষকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। কোন পর পুরুষের সাথে নির্জন আলাপচারিতা করে না। আর উভয় দ্বায়িত্ব পালোনের মাধ্যমেই একজন স্ত্রী তার স্বামীর মান-মর্যাদা রক্ষা করে। তাছাড়াও একজন সতী মুসলিম নারীর দ্বায়িত্ব হলো, সর্বদা স্বামীর চাহিদার

৭১. সুরা নিছা, আয়াত: ৩৮

প্রতি খেয়াল রাখা। স্বামী তাকে যখনই যে অবস্থাতেই সহবাসের জন্য আহবান করবে তখনই স্বামীর আহবানে সাড়া দিতে হবে। হযরত তৃলক ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন- "যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে (সহবাসের জন্য) ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।"[৭২]

অন্য এক হাদিছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন- 'স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে।[৭৩]

সম্মানিতা বোন! উক্ত আলোচনাটি দেখে হয়তো ভাবতে পারেন এটা কি ভাবে সম্ভব? স্বামী যখন ইচ্ছা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করে নিয়ে সহবাসের জন্য আহবান করল আর সেই আহবানে একজন স্ত্রী লোক কি ভাবে সাড়া দিবে, সেই স্ত্রী লোকটির মনে তো অশান্তি, অথবা মন খারাপও থাকতে পারে? হ্যাঁ বোন; এটাও স্বভাব যে, স্ত্রীর মন খারাপ তবুও সেই অবস্থাতেই একজন স্ত্রী তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করবে আর এতে অনেক কল্যানেরও আশা করা যায়। আর মনে অশান্তির সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঘটনাতেও স্বামীর চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা যায়, এমন ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে ঘটেছে যা সমগ্র নারীদের জন্য শিক্ষনীয় হয়ে আছে। আর তা হলো- হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) এর ঘটনা। উম্মে সুলাইম রুমাইসা ও তাঁর স্বামী আবু তালহা (রাঃ) এর সাংসারিক জীবনের সেই বাস্তব ঘটনাটি নিম্নে উল্লেখ করলাম।

৭২. তিরমিযী, হাঃ ১১৬০
৭৩. ইবনু মাজাহ, আলবানী আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৮৪

তাঁদের একমাত্র সন্তান ব্যাধিগ্রস্থ ছিল। আবূ তালহা প্রায় সময় নবী (সা.) এর নিকট কাটাতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবূ তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোনে ঢেকে রেখে দিলেন। অত:পর স্বামী আবু তালহা রাসুল (সা.) এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে বললেন, আমার বেটা কেমন আছে? উম্মে সুলাইম বললেন, যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করছে। অত:পর পতি প্রাণ স্ত্রী স্বামী এবং তার সাথে আসা আরও অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে) ও দিকে পতিপ্রাণ উম্মে সুলাইম সব কাজ সেরে উত্তম রূপে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অত:পর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে তা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটল। তারপর রাত্রির শেষ দিকে উম্মে সুলাইম স্বামীকে বললেন, হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অত:পর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয়, তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে? আবু তালহা বললেন, অবশ্যই না। স্ত্রী বললেন তাহলে শুনুন, আল্লাহ আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন তা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য্য ধরে নেকির আশা করুন। এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন, বললেন এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এতো কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ! অত:পর তিনি 'ইন্নালিল্লাহি........, পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অত:পর আল্লাহর রাসুল (সা.) এর নিকট ঘটনা খুলে বললে, তিনি তাঁকে বললেন, তোমাদের উভয়ের ওই গত রাত্রে আল্লাহ বরকত

দান করুন। অত:পর ওই রাত্রেই উম্মে সুলাইম তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান ধারণ করেন।[৭৪]

সম্মানিতা বোন! আবার বর্তমান সমাজে এমনও স্ত্রী লোকের অভাব নেই, যাদের মনে শান্তি-অশান্তি লাগেনা, সারা দিনটাই কথায় কথায় অযথায় স্বামীর সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। রাত্রে শোয়ার সময় স্বামী একদিক মুখ করে থাকে আর ঐ বদ মেজাজী স্ত্রী অন্য দিকে মুখ করে থাকে। স্বামীর যৌবনের চাহিদা মিটানোর চিন্তা মোটেও মাথায় আনে না, এভাবেই রাতটি শেষ হয়ে যায়। এ সকল বদ মেজাজী স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় (সহবাসের জন্য) ডাকে, আর সে বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসুল (সা.) আল্লাহর কসম করে বললেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় (সহবাসের জন্য) ডাকলে এবং তার স্ত্রী তা অস্বীকার করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে।[৭৫]

অথচ একজন সতি সাধ্বী মুসলিম রমনীর বৈশিষ্ট সম্পর্কে আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতি হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িনী সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে স্বামীর নিকট আত্মসমর্পনকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাইব না।[৭৬]

---

৭৪. আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য, পৃঃ ১৩৭-১৩৮/ ত্বয়ালিসী, হাঃ ২০৫৬/বাইহাকী, হাঃ৪/৬৫-৬৬/ ছহিহ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৭২৫/ আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ২৪-২৬

৭৫. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৩২৩৭/মুসলিম, হাঃ ১৪৩৬

৭৬. আস সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাঃ ২৮৭

তৃতীয় অধিকারঃ স্বামীর দ্বীনদারি ও সততার কাজে সহযোগীতা করা।

সম্মানিতা বোন! বর্তমানে সমাজে এমন স্ত্রী লোকের অভাব নেই, যারা লোভের তাড়নায় স্বামীকে অসৎ কাজের দিকে ঠেলে দিতে দ্বিধাও করে না। এই শ্রেণির লোভী স্ত্রীরা প্রায় সারা রাত-দিনই স্বামীর পেছনে লেগে থাকে। তারা শয়তানের মতো স্বামীকে প্রলোভন দেয়। অমুকের স্বামী ভাঙা টিনের বাড়ি থেকে এখন দুইতলা বিল্ডিং দিয়েছে, অমুক জায়গায় জমি কিনেছে, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য দামী দামী পোশাক কিনে। তোমার মতো চাকরী করেইতো এই সব করেছে। আর তুমি আমাদেরকে বছরে একটা তেনাও দিতে পারো না। অমুক এর স্বামী তাকে হাতের সোনার বালা বানিয়ে দিয়েছে, গলারটা সোনার বানিয়ে দিয়েছে এই চাকরি করেই তো, আর তোমার ঘরে থেকে এক জোড়া কানের টাও সোনার বানাতে পারলাম না ইত্যাদি। সারাদিন যখন স্বামী অফিস করে রাত্রে বাসায় আসে তখন কোন না কোন এক ছুতো দিয়ে ঐ লোভি স্ত্রী বকবকানী শুরু করে দেয়। ফলে স্বামী বেচারা ইনকাম শুরু করে। ঐ সকল কুমন্ত্রণা দানকারী স্ত্রীর কুমন্ত্রণার সময় স্বীয় স্বামীকে বেশি বেশি সূরাহ নাস পাঠ করা কর্তব্য। ঐ সকল কুমন্ত্রণা দানকারীদের ব্যপারেই মহান আল্লাহ'তায়ালা বলেন-

الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِۙ ۝ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

অর্থঃ "যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্যে হতে এবং মানুষের মধ্যে হতে।"[৭৭]

অথচ একজন স্বতি-সাধ্বী মুসলিম রমনির বৈশিষ্ট্য হলো যে, তার স্বামীকে ব্যবসায় বা কোন কর্মে বের হলে এই বলে সালাকের স্ত্রীর মতো অসিয়ত করবে, আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু জাহান্নামে ধৈর্য্য ধরতে পারব না।[৭৮]

---

৭৭. সুরা নাছ, আয়াত ৫-৬

৭৮. আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য, পৃঃ ১৪০/সিফাতুল মু'মিনা তিস ছ-দিক্বহ, পৃঃ ৫১

চতুর্থ অধিকারঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা।

সম্মানিতা বোন! এমন খুব কম সংখ্যকই স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে- যারা অধিকহারে তাদের স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। স্বামী বেচারা স্ত্রীদেরকে এতো ভালোবাসা-বাসে, সারাদিন গরুর মতো খেটে অধিকাংশ স্বামী বেচারা মায়ের হাতে না দিয়ে যা ইনকাম করে তার সবটুকুই স্ত্রীর হাতে দিয়ে দেয়, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য। এমনি স্বামী যদি কোথাও কোন অর্থ ছদকাহ করতে চায় সেটিও তার দারোগা বউ এর নিকট অনুমতি নিতে হয়। আর দারোগা বাবু বউ যদি হয়- "পিপড়ের পেছন চিপার জম" তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। যেই অনুমতি চায়তে যাওয়া, সেই এক ধমক। হ্যা, গোলামের ঘরের গোলাম, দুই পয়সা ইনকাম শিখেই দশ পয়সা দান? ব্যাচ অসহায় স্বামী বেচারার মুখ শুকিয়ে যায়, একেতেই বউ দারোগা বাবু, তার উপরে আবার অর্থ মন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রনালয় থেকে বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত আর বেচারা কর্মচারী স্বামীর অর্থ দানের ক্ষমতা নাই। তবে স্বামী যদি হয় স্বামীর মতো তা হলে আর দান করতে সমস্যা থাকে না। কিন্তু অমন বদ মেজাজী, অকৃতজ্ঞ, কৃপণ স্ত্রীর যা দশা হবার তাই হয়। এমন স্ত্রী আর দানশীল স্বামীর সম্পর্কে আমার উস্তাদ হযরত হাফেজ জহুরুল ইসলাম বাঘা (বাঘা, রাজশাহী) (হাফিজাহুল্লাহ) প্রায়ই বলতেন, 'দাতাতে দান করে, আর বখিলের চোখ টাটায়।'

তো যাই হোক; মূল কথায় আসি, ঐ সকল অকৃতজ্ঞ স্ত্রীকে সারা জীবন যতো কিছুই দেয়া হোকনা কেন, একটি দিন, একটি বার তার চাহিদা মতো কোন একটি জিনিস না দিতে পারলে ততক্ষনাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলবে, আমাকে কি এমন জিনিস দিয়েছো শুনি? আমার মতো কষ্ট করে এই গ্রামের আর কে সংসার করে? আমি বলে তোমার ভাত খাই ইত্যাদি। সারা জীবন ঐ সকল স্ত্রীকে যতো যাই দেয়া হোক, তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া একটি বারও বের হতে চায় না। স্বামীর প্রতি তারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চায় না বা পারে না। ঐ সকল স্ত্রী লোকদের ব্যপারে

আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, আল্লাহ সেই রমনীর দিকে তাকিয়েও দেখবেন না (বা দেখেন না) যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না; অথচ সে স্বামীর মুখাপেক্ষিনী।[৭৯]

এ প্রসঙ্গে শাইখ আব্দুল হামিদ ফায়জি আল মাদানী (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, আসলেই মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও নানা অভাব। সে দেখে না যে, তার স্বামী তার জন্য কত কি করছে। সে শুধু তাই দেখে যা, তার করা হয় না।[৮০]

সম্মানিতা বোন আমার! অতএব এমন অকৃতজ্ঞ নারীদের মতো না হয়ে নিজেকে একজন কৃতজ্ঞ স্ত্রী হিসেবে স্বামীর পরিবারে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে।

পঞ্চম অধিকারঃ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সংসারে কাজ-কর্ম করবে তথা সংসারের যত্ন নিবে।

সম্মানিতা বোন! স্বামীর সংসারের দেখা শোনা করা, স্বামীর সংসারের কাজকর্ম করে স্বীয় হস্তে সংসার সাজানো গোছানো একজন স্ত্রীর দ্বায়িত্ব। সেমতে একজন পূর্ণবতী স্ত্রী লোক শেষ রাতেই বিছানা ত্যাগ করে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠবে, যথা সাধ্য তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে সময় থাকলে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবে। আর তেমন সময় না থাকলে ফজরের সালাত সম্পাদন করে কিছু সময় কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবে। অতঃপর দিনের আলো পরিস্কার না দেখা গেলে বিছানায় বিশ্রাম নিবে, আর দিনের আলো পরিস্কার দেখা গেলে ঘর বাড়ি ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে সকালের রান্নাটি সম্পাদন করবে। অত:পর থালা বাসন হাড়ি পাতিল মাজা ধোয়া করে নিজের সন্তানসহ বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুরিকে খেতে দিবে অথবা তাদের সাথে নিজেও খেয়ে নিবে। অত:পর অন্যান্য কাজ থাকলে তা সম্পাদন করবে আর না থাকলে শ্বাশুরিকে অবগত করে

৭৯. নাসাঈ আস-সিলসিলাতুছ ছহীহাহ, হা: ২৮৯
৮০. আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য, পৃ: ১৪১

নিজ বিছানায় বিশ্রামে যাবে। স্বীয় স্বামীর উপস্থিতি বুঝতে পারলে তাকে খেতে দিবে ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার সম্পূর্ণ উল্টোটা। আলসে স্ত্রী লোক যথা সাধ্য চেষ্টা করে থাকে, শাশুড়ির ঘুম থেকে উঠার পর রান্না-বান্না, ঘর-বাড়ি ঝাড়ু দেওয়ার পর, বিছানা থেকে উঠার জন্য। আর এটা জেনো দোষের কিছু না হয়ে যায় সে জন্য বিভিন্ন অযুহাত যেমন-মাথা ব্যাথ্যা, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি। এই অযুহাতের অসুখ গুলো আবার দুই শ্রেণির স্ত্রী লোকের নিকট দুই ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) মধ্যবিত্ত বা ধনী তথা বড় লোক বাড়ির বউদের: এই শ্রেণির স্ত্রী লোকদের দুই কারনে উপরোক্ত অযুহাতের অসুখ দেখা দেয়।

১. শাশুড়ি শুয়ে শুয়ে আরাম করবে? আর আমাকে বাড়ির সবকাজ করতে হবে? আমি কি বাড়ির চাকরানী? খেটে মরব আমরা দু'জন (তথা স্বামী-স্ত্রী) আর আরাম করবে বুড়া-বুড়ি। কাজেই ভিন্ন হবার বা সংসার আলাদা করার প্রাথমিক চেষ্টা। এতে না হলে পরের ডোজ, সংসারের প্রায় প্রতিদিনই ঝগড়া ফ্যাসাদ, বিশৃংখলা ইত্যাদি।

২. বাড়িতে একজন কাজের মেয়ে রাখার নব্য কৌশল।

(খ) গরিব বাড়ির বউদের শ্বশুর-শ্বাশুরির থেকে ভিন্ন বা সংসার আলাদা করার চিন্তা ভাবনা। অথচ এই কাজ গুলি পূণ্যবতী স্ত্রী লোকদের কাজ না। পূণ্যবতী স্ত্রীলোকদের কাজ হলো নিজের সংসারে নিজেই কাজ করা। আর তাতে মর্যাদাও বৃদ্ধি হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ফাতিমা (রাঃ) তাঁর হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী (সঃ) এর কাছে এলেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু দাসী এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশা (রাঃ) কে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসুল (সা.) আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমোতে বিছানায় শুয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি

এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছো আমি তার চেয়েও অধিক কল্যানকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেবো না? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম।[৮১]

জানা প্রয়োজন:

নবী (সা.) এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে মা ফাতেমা বলা যাবে কি, না?

সম্মানিতা বোন! এখানে একটি বিষয় আলোচনার প্রয়োজন তা হলো- আল্লাহর রাসুল (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে মা বলা যাবে কি না? যেহেতু উপরোক্ত হাদিসটিতে হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর আলোচনা এসেছে, সেহেতু সেই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মূল বিষয় বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক আবেগী মুসলিমগণ তাদের আবেগের তাড়নায় প্রিয় নবী (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে মা বলে সম্মোধন করে থাকে। অর্থাৎ তারা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে "মা ফাতিমা" বলে থাকেন। যা কুরআন সুন্নাহ বিপরিত। কেননা, যে সকল মুসলমান হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে মা বলে থাকেন তারা হযরত ফাতিমা (রা) কে মুসলিম জাতির মা বলেই সম্মোধন করে থাকেন। অর্থাৎ হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে তারা "মু'মিন জননী" ভেবে থাকেন। যা সম্পূর্ণ রূপেই কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা কুরআন-সুন্নাহ শুধুমাত্র আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর স্ত্রী (রাঃ) গণকেই 'মু'মিন' জননী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

৮১. ছহিহ বুখারী, হা: ৫৩৬১

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

অর্থ: "(আল্লাহর) নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী অধিকার রাখে এবং নবীর স্ত্রীগণ হচ্ছে তাদের অর্থাৎ মুমিনদের 'মা'।"[৮২]

হাফিয ইবনে কাছির (রহিঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তারা অত্র আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা এবং আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের আব্বা। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত মুজাহিদ (রহিঃ) ইকরামা ও হাসান (রহিঃ) থেকেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে এবং নবী (ছঃ) কে মু'মিনদের পিতা বলা যাবে (দ্বীন শিক্ষক পিতৃতুল্য)। ইমাম শাফেই (রহিঃ) এর এটি মত। ইমাম বাগাভী (রহিঃ) ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহিঃ) এর বর্ণিত হাদিছ দ্বারাও তার এ মতের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহিঃ) পর্যায়ক্রমে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ নোফাইলী ইবনে মোবারক, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান, কা'কা ইবনে হাকীম, আবু সালেহ (রহিঃ) এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর "আমি তোমাদের পিতার মতো। পিতার মতো করেই আমি তোমাদের শিক্ষা দেই। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন মল ত্যাগের জন্যে যাবে তখন সে যেন কেবলা সামনে অথবা পিছনে করে না বসে এবং ডান হাত ব্যবহার করে মল পরিস্কার না করে।" ইমাম নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রহিঃ) ইবনে আজলান থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন।[৮৩]

৮২. সুরা আহযাব, আয়াত: ৬
৮৩. তাফসিরে ইবনে কাছরি, ৬ষ্ঠ খন্ড, আল কুরআন একাডেমী পাবলিকেসন্স, পৃ: ২৪৮

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফি (রাহিঃ) বলেন, নবী (সা.) এর পূন্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মাতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা-পরস্পর বিয়ে শাদী হারাম হওয়া। (কিন্তু) মুহরিম হওয়ার পরস্পর পর্দা না করা এবং সম্পত্তির অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[৮৪]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহিঃ) সুরা আহযাব এর ৬নং আয়াতের এক মাসালা বলেন-উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রামাণিত হলো যে, নবীজীর পূন্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বেআবদী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মাতের মা উপরন্ত তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।[৮৫]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর নবী (সা.) এর স্ত্রীগণ (রাঃ) উম্মাতে মুহাম্মাদীর মা। কাজেই মুহাম্মাদ (সা) এর কন্যাকে মা ফাতিমা বলে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মা হিসাবে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। তাহলে প্রশ্ন থাকে আল্লাহর নবী (সা.) এর কন্যাদের কি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? হাফিজ ইবনে কাছীর (রহিঃ) বলেন-সুরা আহযাব এর ৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

অর্থ: "এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা, অর্থাৎ মু'মিনদের জননী। অর্থাৎ নিজ মা কে বিয়ে করা যেমন হারাম, তাদেরও বিয়ে করা হারাম এবং নিজ মায়ের মতোই তাদের সম্মান করা, ভক্তি করা মু'মিনদের জন্যে

৮৪. তাফসিরে মারিফুল কুরআন, পৃ: ১০৭১
৮৫. তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ১০৭১

অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপরে সবাই একমত, তাদের সাথে একান্ত দেখা সাক্ষাত বৈধ নয়, আর তাদের মেয়েদেরও বিয়ে করা অবৈধ নয়। যদিও কোন কোন আলেম তাদের মুমিনদের বোন বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৮৬]

অন্য একস্থানে হাফিজ ইবনে কাছীর (রহিঃ) বলেন, পবিত্র মক্কা থেকে আল্লাহর রাসুল (সা.) যেদিন কাবায় ওমরাহ পালন করে বের হলেন, সেদিন হযরত হামযা (রাঃ) এর মেয়েও তাঁর পেছনে চাচা! চাচা! বলে ডাকছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে নেন এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে বললেন, এ তোমার চাচাতো বোন, তুমি এর দেখা শোনা করবে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাকে গ্রহণ করেন।[৮৭]

সম্মানিতা বোন! উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রামাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) মু'মিনদের জননী নয়; বরং হযরত আলী (রাঃ) তাকে বোন আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এই উম্মাতের জননী হলো-নবী (সা.) এর স্ত্রীগণ; নবী (সা.) এর কন্যা, হযরত ফাতিমা (রাঃ) নয়। এটাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। কাজেই হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে উম্মাতের জননী বলা বর্জন করতে হবে, কারণ তা-কুরআন ও সুন্নাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক। গোনাহের কাজ। ইসলাম আমাদেরকে যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন ততটুকুই আমাদের জন্য কল্যাণকর। আর নবী (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে মা ফাতিমা বলে আখ্যায়িত করা এটা ইসলামের শিক্ষা নয়; বরং তা শিয়া সম্প্রদায়ের একটা ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। শিয়ারা আল্লাহর নবী (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) ও জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে মুখে মুখে ভক্তি দেখায় আর বাস্তবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে। কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, শিয়া সম্প্রদায়ের অবস্থাও তাই। আল্লাহ তা'য়ালার নিদের্শ হলো দুনিয়ার সব কিছুর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কে অধিক

৮৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৪৭-২৪৮
৮৭. তাফছীরে ইবনে কাছীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৪৩

ভালোবাসতে হবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অধিক ভালোবাসে তাদেরকে ধমক দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

অর্থ: "বল তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যার মন্দায় পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর নিদের্শ আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"[৮৮]

অতএব দুনিয়ার সব কিছুর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কেই অধিক ভালোবাসতে হবে। অথচ শিয়া সম্প্রদায়েরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কে ভালোবাসা বাদ দিয়ে হয়রত আলী (রাঃ) কেই অধিক ভালোবাসার অভিনয় করে, আর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে গালাগালি করে। যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা আম্মাজান হযরত আয়িশা (রাঃ) এর চরিত্রের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, সব নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সব রকমের খাদ্য সামগ্রীর উপরে ছারীদের মর্যাদা।[৮৯]

সেখানে শিয়া সম্প্রদায় এখনও পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর কথার বিরুদ্ধাচরণ করে এ বিশ্বাস পোষণ করে এবং প্রচার করে যে, আম্মাজান হযরত আয়িশা (রাঃ) নৈতিক চরিত্রে কলুষিত ছিলেন।

৮৮. সুরা তাওবা, আয়াত: ২৪
৮৯. ছহিহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা: ৫৭২৪

(নাউযুবিল্লাহ) অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না।"[৯০]

শিয়া সম্প্রদায়েরা আলী (রাঃ) এর খিলাফাত ব্যতিত খুলাফায়ে রাশেদা এর অন্য তিন খলিফার খিলাফাতকে অস্বীকার করে। তারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কে গালাগালি করে, হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা দেখায়। তারা আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কে গালাগালি করে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখায়। যা সম্পূর্ণই ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড, শিয়ারা এমন আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) প্রীতি এই ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক সুন্নিদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তারই ফল এদেশের তথাকথিত এক শ্রেণির সুফিবাদী, যাদের মূল মন্ত্রই আলী-ফাতিমা (রাঃ)। এমন কি এই সুফিবাদীর কিছু প্রতারক পীরেরাও দাবী করে তারা হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর। ব্যপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এর বংশধররা ব্যতিত পীর হওয়া বা তাকে পীর মানা না জায়েয। অথচ ইসলামে তথাকথিত পীর মুরিদেরই কোন ভিত্তি নেই। মুলকথা শিয়াদের আচার-আচরণ অবশ্যই বর্জনীয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতই একমাত্র মুক্তির জামায়াত।

৯০. সুরা নূর, আয়াত: ১৭

আরো একটি প্রসঙ্গ

নারীদের নামের পূর্বে মুসাম্মাদ লাগানো যাবে কি না?

সম্মানিতা বোন! আমি যেই প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা করছি তা যদিও উপরে উল্লেখিত আলোচনার প্রসঙ্গিক বিষয় নয়। কাজেই অত্র আলোচনাটির পূর্বে আরো একটি প্রসঙ্গ শিরোনাম উল্লেখ করে উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে নিচের আলোচনাকে পৃথক করলাম। নারীদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাদ' শব্দটি যুক্ত করার তাৎপর্য কি?

সম্মানিতা বোন আমার! মুসলিম পুরুষদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' যুক্ত করার বিষয়টি হয়তো বুঝলাম যে, আমরা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মাত। আমরা আমাদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' শব্দ যুক্ত থাকলে তা আর বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমরা উম্মাতে মুহাম্মাদী। ঈমান আমলের যা হয় হোক সেটা মুল বিষয় নয়, কিন্তু নামের আগে মুহাম্মাদ শব্দটি যুক্ত করতেই হবে এটাই বিষয়। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশের বাহিরে এই প্রথাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, যদি কোন মুসলিম পুরুষের নাম রিংকু, পিংকু, নয়ন, বয়্যাম ইত্যাদি; যেই নাম দ্বারা সে হিন্দু কি মুসলিম বুঝা যায় না। তাহলে অবশ্যই সেই নাম পরিবর্তন করে মুসলিমদের নামের মতো নাম রাখতে হবে। আর যদি এমন অবস্থা হয় যে, সেই নাম পরিবর্তন করলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তবে সে নামের পূর্বে মুহাম্মাদ শব্দ ব্যবহার করা উত্তম। অতএব মুসলিম পুরুষদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' যুক্ত করা যুক্তি সংগত। কেননা সে তার নামের মাধ্যমেই নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিবে। কিন্তু মুসলিম নারীদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাদ' শব্দ যুক্ত করার তাৎপর্য কী? আর প্রায় সকলেই নামের পূর্বে 'মুসাম্মাদ' শব্দ জোর পূর্বক যুক্ত করে দেয় বা যুক্ত করে নেয়। অথচ ইসলামে তার কোন ভিত্তিই নেই।

সম্মানিতা বোন! আপনি কি ভেবে দেখেছেন? কে? বা কারা? কোথা থেকে? এই অদ্ভুত প্রথা নিয়ে আসলো? যা আপনি আপনার নিজের জন্য এবং আপনার কন্যা সন্তানের জন্য বাধ্যতা মূলক করে নিয়েছেন। অথচ তা ইসলামের কিছুই না। আশ্চার্য বিষয়; আপনি যদি জানতেন সেই মুসাম্মাদ শব্দের অর্থ কি? যা আপনি আপনার নামের পূর্বে যুক্ত করেন, তাহলে আপনি নিজেই লজ্জিত হয়ে যাবেন, আর আপনি কখনোই চাইবেন না যে, কেউ আপনার নামের পূর্বে মুসাম্মাদ শব্দ যুক্ত করুক। আসুন মুসাম্মাদ শব্দ সম্পর্কে জেনে নেই! মুসাম্মাদ আরবী শব্দ যার ইসমে ফাইল মুসাম্মিদ ইসমে মাফউল মুসাম্মাদ। যার অর্থ (জমিতে দেওয়া) সার।

সম্মানিতা বোন! এখন ভেবে দেখুন আপনি চাইবেন কি আপনাকে বা আপনার কন্যাকে জমিতে দেওয়া সার বলে ডাকুক? নিশ্চয়ই না। কাজেই যে কোন নাম রাখার পূর্বে ভেবে রাখবেন। কি প্রয়োজন? এই সকল প্রথা পালন করা। যার ইসলামে কোন ভিত্তি নেই। ইসলাম আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে যদি আপনার নাম হয় তাহমিনা? আর আপনার পিতার নাম হয় আব্দুল আহাদ, তাহলে আপনি আপনার পূর্নাঙ্গ নাম এই ভাবে বলবেন যে, তাহমিনা বিনতে আব্দুল আহাদ। অনুরুপভাবে সকল নামের ক্ষেত্রেই নিজের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত করবেন। এটাই আপনার পূর্নাঙ্গ নাম ও পরিচয়।

ষষ্ঠ অধিকারঃ স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের প্রতিনিধি।

সম্মানিতা বোন! প্রত্যেক স্ত্রীলোকই তার স্বীয় স্বামীর সংসারের প্রতিনিধি, আর সেই সংসারের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন-সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দ্বায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দ্বায়িত্ব পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দ্বায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রাখাল (অভিভাবক)। তাকে তাদের সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপিকা)। এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৯১]

অন্য এক হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন-কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহময়ী এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণা বেক্ষণকারিনী।[৯২]

সম্মানিতা বোন! আপনি আপনার স্বামীর সংসারের প্রতিনিধি। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, আপনি আপনার স্বামীর কর্তা না, বরং আপনার স্বামীই আপনার কর্তা। আপনার দ্বায়িত্ব তার নিচের পদে। আপনি আপনার স্বামীর সংসারের দেখাশোনা করবেন। আপনার স্বামীর সংসারের অর্থ সম্পদ যেন তার অজান্তে সংসার থেকে না হারিয়ে যায়, সে দিকে আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অনেক বদ অভ্যাসি মহিলা আছে যারা, গোপনে টুপলা বেধে স্বামীর সংসারের ধান, চাল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এটা করা উচিৎ নয়। আপনি আপনার জন্য আপনার সন্তানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু নিতে পারবেন। তবে হ্যা, আপনার স্বামী যদি কৃপণ লোক হয়, তবে আপনি গোপনে আপনার কৃপণ স্বামীর সংসার থেকে মাল নিয়ে সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারবেন। হযরত উরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, হিন্দা বিনতে উতবা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি, তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায় সঙ্গত ভাবে।[৯৩]

সম্মানিতা বোন! আপনার স্বামীর সংসারের প্রতি অবশ্যই আপনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আপনার স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আপনার শ্বশুর-

৯১. তিরমিযী, হাঃ ১৭০৫
৯২. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫৩৬৫
৯৩. ছহিহ বুখারী হাঃ ৫৩৫৯

শ্বাশুরীর প্রতিও আপনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের কখন কি প্রয়োজন, তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এটা আপনার কর্তব্য, আর আপনার প্রতি আপনার স্বামীর এটা অধিকার। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরসহ সন্তানদের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা, এটা আপনার দ্বায়িত্ব। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা সাত অথবা নটি কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর আমি এক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে বিবাহ করি। আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হে, জাবের তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম হ্যা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী না প্রাপ্ত বয়স্কা। আমি বললাম প্রাপ্ত বয়স্কা। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি তাকে বললাম, আব্দুল্লাহ (রাঃ) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পছন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছি যে, সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কণ্যা দান করুন।[৯৪]

সম্মানিতা বোন! আরো একটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে, সন্তানদের প্রথম বিদ্যালয় তার বাড়ি। আর তার প্রধান শিক্ষক তার বাবা, আর প্রধান সহকারী শিক্ষীকা তার মা। অতএব আপনার সন্তানকে আপনি যেভাবে শিক্ষা দেবেন সে সেই ভাবেই শিক্ষা নেবে।

বোন, আপনি আপনার সন্তানের প্রাইভেট পড়া নিয়ে অনেক চিন্তা করছেন, সন্তান অনেক ছোট থাকতেই আপনি তার উপরে পড়া শোনার দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন, আপনি কি কখনও আপনার ছোট বাচ্চাটিকে ঈমান আমলের শিক্ষা দিচ্ছেন? ভেবে দেখুন এটা আপনারই দ্বায়িত্ব।

৯৪. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫৩৬৭

বোন আমার! আপনার সন্তান যখন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তার বাবার সাথে কোথাও যেতে চায় তখন আপনি দ্রুত উঠে তার হাত মুখ ভালো ভাবে ধৌত করে দেন। হাত-মুখে তেল দিয়ে ভালো পোষাক পরিয়ে দেন, এই ভয়ে যে, মানুষ আপনার সন্তানকে দেখে এ কথা যেন না ভাবে যে, মা তার সন্তানের যত্ন নেয় না। সন্তান সব সময় অপরিষ্কার থাকে হয়তো সন্তানের মাও এমন অপরিষ্কার থাকে।

কিন্তু বোন! আপনি কি জানেন? আপনি আপনার সন্তানের বাহ্যিক পরিস্কার করলেও আপনার অযত্ন, অবহেলার কারনে আপনার সন্তানের ঈমান আমলের উপর ডাস্টবিনের ময়লার বড় বড় স্তুপ জমা হয়েছে। অথচ এই ময়লাগুলো পরিস্কার করার দায়িত্ব আপনারই ছিলো। কাজেই আপনি আর অবহেলা না, করে এখন থেকেই আপনার সন্তানকে ইসলামের বাস্তব ও প্রকৃত শিক্ষা দানে ভূমিকা রাখুন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সাহায্য করুন আপনি আপনার বৈবাহিক জীবনকে ইসলামের আলোয় আলোকৃত করুন। (আমীন)

সম্মানিতা বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনার নিজেকে আপনার পরিবারকে ও আপনার সমাজকে অনৈসলামিক থেকে ইসলামে পরিবর্তন করার কাজে আপনাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এর জন্য সর্বপ্রথম আপনার নিজেকেই সংশোধন করতে হবে, নিজেকে ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই আপনার প্রাথমিক মূলকাজ। যা আমি ইতি পূর্বে আলোচনা করে আসলাম।

অত:পর আপনি যখন উপরে উল্লেখিত কাজ গুলোর প্রতি অধিক আগ্রহী হবেন, এবং সম্পূর্ণ ভাবেই সে সকল কাজ গুলোতে আত্মনিয়োগ করবেন, তখন আপনার জন্য আরো কিছু কাজ থাকবে। যা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ভূমিকা রাখবে। কাজেই আপনার নিজেকে একজন উপযুক্ত নারী হিসেবে গঠন করুন। যেন আপনার দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নে উল্লেখিত অন্যান্য কাজ করাও সম্ভব হয়।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি যেই সকল কাজের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন তার কতিপয় কাজ সমুহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হলো।

ক) শিক্ষা গ্রহণ:

সম্মানিতা বোন! আপনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ হিসেবে শিশু ও নারীদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। যা অধিক সম্মানজনক এবং অধিক উত্তম কাজ। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে, কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।[৯৫]

বোন আপনি শিক্ষিকা হয়ে মহল্লায় শিশু ও নারীদের কুরআন শিক্ষা দিলে, বাহ্যিক দিক থেকেও আপনার কিছু উপকার হবে। যেমন- মহল্লায় আপনার নিজের একটি ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে, সবাই আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, আপনার কথার মূল্যায়ন করবে, ফলে আপনার জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতি কাজ সহজ হয়ে যাবে।

খ) অন্তত সপ্তাহে একদিন অন্যান্য মুসলিম নারীদেরকে নিয়ে তা'লিমের ব্যবস্থা করা

সম্মানিতা বোন! ইসলাম নিজের মধ্যে গোপন করে রাখার জিনিস নয়। বরং তা প্রচার করতে হবে বেশি বেশি করে, যেন অন্যান্যরাও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ জন্য আপনার নিজ দায়িত্বে আপনার পরিবেশ অনুযায়ী অন্তত সপ্তাহে একদিন অন্যান্য মুসলিম নারীদের কে নিয়ে বাড়িতে তা'লিমের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখান থেকে মুসলিম মহিলাগণ ইসলামের হুকুম-আহকাম সুন্দর ভাবে বুঝতে পারেন ও শিখতে পারেন। যেমনটি আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জামানায় হতো।[৯৬]

---

৯৫. ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫০২৭
৯৬. রিয়াদুস সলেহিন-৭০৪

গ) দ্বীনি কাজে সাহায্য সহযোগীতার জন্য ও নিজ সংসারের খরচ চালানোর জন্য প্রয়োজনবোধে মহিলাগণ আয় উপার্জন ও ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারবে:

সম্মানিতা বোন! মুসলিম মহিলাগণ তাদের পর্দা রক্ষা করে দ্বীনি কাজে সাহায্য-সহযোগীতার জন্য নিজ সংসারের খরচ চালানোর জন্য প্রয়োজনবোধে আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَ لَا تَتَمَنَّوۡا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ وَ سۡـَٔلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا ﴿۳۲﴾

অর্থ: "আর নারীরা যা উপার্জন করে, তাতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৯৭]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন এক আনসারী মহিলা রাসুল (সা.) কে বলল, আমার একজন কাঠ মিস্ত্রী ক্রীতদাস রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে মহিলা তার ক্রীতদাস কে আদেশ করল, অত:পর সে তারাফা বন থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বার তৈরি করে দিল।[৯৮]

অত্র হাদিছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, একান্ত প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাগণ দৈহিক পর্দা ও মানবিক পরিচ্ছন্নতার ভেতরে থেকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের যে কোন বিভাগে নিয়োজিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্জনে অংশ নিতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসার কাজেও তারা নিয়োজিত হওয়ার অধিকারী। জীবিকার জন্য হস্তশিল্প, কল-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার মহিলাদের অধিকার রয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) নিজ বাড়ী থেকে দু'মাইল দূরে

---

৯৭. সুরা নিছা, আয়াত: ৩২
৯৮. ছহিহ বুখারী, হাঃ

জমি থেকে খেজুর বীজ তুলে আনতেন। যাতায়াতের সময় পথে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর মুখোমুখি হয়ে যেতেন প্রায়ই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারিম (ছঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রিকারী। এছাড়া আমার স্বামী ও সন্তানদের জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় নেই। আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, এভাবে উপার্জন করে তুমি যে তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ, তার বিনিময় তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।[৯৯]

অত:এব সম্মানিতা বোন, অত্র আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, নারীগণ পর্দা রক্ষা করে প্রয়োজনের তাকিদে আয়-উপার্জন, তথা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। সে জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া ও মহিলাদের জন্য নিষেধ নয়। তবে সীমার মধ্যে থাকতে হবে। বিশেষ করে নারী পুরুষ আলাদা ভাবে কাজের ব্যবস্থা থাকলে করা যাবে। নচেৎ করা যাবে না। আর বর্তমান দেশের যেই অবস্থা নারীদের পিতা-মাতার সাথে ঘরের বাইরে বের হওয়ায় জীবনের ঝুঁকি, কাজেই কোথাও কোন চাকুরী, কর্ম করার চিন্তা করাও ঠিক হবে না। কারণ দেশ শয়তান ও তার অনুসারীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। তবে এক্ষেত্রে যদি এদেশের উলামাগণ বিশেষ করে এদেশের বড় বড় ইসলামী দলগুলো যেমন- আহলে হাদিস, তাবলীগ জামাত, চরমোনাই এদেশের মুসলমানদের বিন্দু পরিমানও কল্যাণ চাইতো তবে তারা এমন মহৎ উদ্যোগ নিতো যে, বাংলাদেশে ২/১টি গার্মেন্টস বা অন্যান্য শিল্প কারখানা যা শুধু দরিদ্র অসহায় মুসলিম নারীদের জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু তারা এটা করে নাই, আমার মনে হয় না যে, তারা তা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নিবে। অথচ তারা ইচ্ছা করলেই পারবে এদেশে তাদের লাখ লাখ কর্মী, অনেক অর্থ সম্পদশালী শিল্পপতিরাও রয়েছে

৯৯. মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ১৪২৪৪

তাদের সাথে। তাছাড়া সরকারী কোন বাধা বা নিষেধাজ্ঞা তাদের উপরে নেই। কিন্তু তবুও তারা তা করবে না। চরমোনাইতো তার মাহফিলের নামে বার্ষিক হালখাতা করে মুসলমানদের লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা হাতিয়ে নিয়ে বগলে গুজে রাখে। আহলে হাদিছতো মাসজিদ-মাদরাসার নামে রাজপ্রাসাদ তৈরি করতেই ব্যাস্ত। তাছাড়াও তাদের কর্মীদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়িক, শিল্পপতির অভাব নেই, বিদেশী টাকাতো তাদের নিত্যদিনের হাদিয়া। আর তাবলীগ জামায়াত খায়-দায় পিকনিক করে। এই দলগুলো কিভাবে জানবে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে শত শত নারীগণ পেটের ভাতের জন্য মানুষের খেত-খামারে কাজ করে, মহিলা গার্মেন্টস কর্মিতো অগণিত। তাছাড়াও সকল কর্মস্থানেই নারী-পুরুষের রতের মেলা লেগে আছে। কিন্তু বড় আফসোস আমাদের দেশের আলেম-উলামা ও শায়েখগণ শুধু পর্দার গুরুত্ব নিয়ে কিতাব লেখতে পারে, আর ২/৩ ঘন্টায় পর্দার ওয়াজ করে ৫০/৭০/১,০০০০০ টাকা হাদিয়া নিতে পারেন, কিন্তু এই সকল অসহায় মুসলিম নারীদের জন্য কিছু করার চিন্তাও তাদের মাথায় আসে না। মহিলা কবি কুসুম কুমারী দাস বলেছিলেন, "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"। আসলে বাস্তবতাও তাই, এজন্যই হয়তো তিনি আফসোস করে কথাটি বলে ছিলেন। বড় বড় শায়েখগণের কাছে আমার বিশেষভাবে আবেদন দেশে ব্যপক ভাবে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে সেই জনপদে বা জাতির উপর কি কি শাস্তি আসার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে তার দু/একটি হাদিস জাতিকে বার বার ওয়াজ-নসিহত করে শুনাবেন। আর নিজেরাও একটু স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখবেন।

শ্রদ্ধেয় শায়েখগণ, বিভিন্ন কর্মসংস্থানের দ্বারা যেমন-গার্মেন্টস, মিল-ফ্যাকট্টরি ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের যেই অবাধ মেলা-মেশা যা প্রেম-প্রীতি, যেনা-ব্যভিচার এর কারখানা হয়ে উঠেছে-তাতে কি? আপনাদের অজান্তেই সেই সকল যেনা-ব্যভিচারের সহযোগীতা করা হচ্ছে না?

যেমন-ধরুন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে আপনাদের অবহেলা। যার জন্য সেই সকল অসহায় দারিদ্র মুসলিম মা বোনদের আপনারা একটি সতন্ত্র সুন্দর পরিবেশের কর্মসংস্থান তৈরি করে দিচ্ছেন না। অথচ তারা ক্ষুধার্থ, ভিক্ষা করার মতোও উপায় তাদের নেই। বাধ্য হয়ে তারা ঐ সকল কর্মসংস্থানে যাচ্ছে, যেখানে তাদের জন্য সতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের যথার্থ সম্মান নেই। যেখানে রয়েছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা। ফলে তারা আস্তে আস্তে লজ্জা-শরম হারিয়ে ফেলছে আর জড়িয়ে পড়ছে যেনা-ব্যভিচারের মতো ঘৃনিত কাজে। শায়েখ মোমবাতিতে আগুন ধরিয়ে যদি মোমকে বলেন, ওহে মোম তুই গলে যাবিনা, তাহলে কি ভাবে হবে বলেন? নারী আর পুরুষের আল্লাহ তা'য়ালা এক প্রকৃতিক আকর্ষণ রেখেছেন আর নারী-পুরুষ তথা আগুন আর মোম যদি নির্জনে এক স্থানে রাখেন তারা একত্রিত হয়ে জ্বলে উঠে, মোম গলে শেষ হয়ে যায়। তখন তারা হয় যেনা কারি, বেশ্যা মেয়ে, গার্মেন্টস হয় বেশ্যাখানা। ঐ গার্মেন্টসকে বেশ্যাখানা বানানোর পেছনে আপনারা দায়ী। ঐ বোন বেশ্যা হবার পেছনে শায়েখ আপনারা দায়ী, আমার মুসলিম ভাই যেনাকারী হবার পেছনে শায়েখ আপনারা দায়ী । কারণ, আপনারা তাদের প্রতি কোন গুরুত্ব দেন নাই, আমাদের মুসলিম বোনদের জন্য আপনারা সতন্ত্র কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন নাই। নিজেরা খেয়েছেন আর মাহফিল করে পকেট ভরেছেন। এদেশে করোনা আসলে আপনাদের জন্যই এসেছে, এদেশের অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি আপনাদের কারণেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۝

অর্থ: "তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধতো তিনি ক্ষমা করে দেন।"[১০০]

১০০. সুরা শূরা, আয়াত: ৩০

প্রিয় শায়েখগণ, আমি বিশেষ করে আহলে হাদিস, চরমোনাই, তাবলিগ জামাতের বড় বড় নেতা সহ ইসলামী বড় বড় দলগুলোর নেতাদের উদ্দেশ্যে আবেদন করছি এখনো অনেক সময় আছে, এদেশের মুসলমানদের নিয়ে ভাবুন, এদেশের মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কিছু করুন। আল্লাহ আপনাদেরকেও কল্যান দান করবেন। আজ লাখো মুসলিম আপনাদের সারিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আপনারা শুধু একটু তাদের প্রতি গুরুত্ব দিন।

ঘ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কাজে অংশগ্রহণ হিসেবে মহিলাগণ নার্সিং ও ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করতে পারবে

সম্মানিতা বোন, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কাজে অংশগ্রহণ হিসেবে মহিলাগণ নার্সিং ও ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করতে পারবে এবং তা করাটাই অধিক জরুরী। প্রয়োজনে আয়ূর্বেদিক (গাছ-গাছালি) চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি নারীদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, তারা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে মুজাহিদ সাথীদের চিকিৎসা সেবা দিতে পারবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) উম্মে সুলাইম (রাঃ) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ প্রয়োগ করতেন।[১০১]

এজন্য এক হাদিসে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, খন্দক যুদ্ধে সাদ (রাঃ) আহত হলেন। তাকে হিব্বান ইরাকাহ জনৈক কুরাইশ তীর নিক্ষেপ করে ছিল। আল্লাহর রাসুল (সা.) কাছ থেকে যাতে তার সেবা যত্নের তদারক করতে পারেন, সে জন্য মসজিদে তাঁবু খাটাতে বললেন।[১০২]

অত্র হাদিছের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহিঃ) বলেছেন, ইবনে ইসহাক (রহিঃ) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়া

১০১. ছহিহ তিরমিযী, হা: ১৫৭৫
১০২. ছহিহ বুখারী, হা: ৪৬৩

(রাঃ) এর উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা কিচিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা সেবা করতেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, তাকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ, যাতে আমি কাছে থেকে তার অবস্থা দেখা-শোনা করতে পারি।[১০৩]

ঙ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমীর তথা নেতাকে মহিলাগণ পরামর্শ দিতে পারেঃ

সম্মানিতা বোন আমার! ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে যুগে যুগে নারী-পুরুষ সকলেই ভুমিকা রেখেছে, কাজেই পুরুষ যেমন ইসলামের কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, তেমনী মুসলিম নারীগণও পরামর্শ দিতে পারেন। এ বিষয়ে তাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, অবহেলা করা যাবে না। কেননা অনেক সময় তাদের পরামর্শও অনেক গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে থাকে। হযরত মিসওয়াব ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাকে সমর্থন করে। তারা উভয়ে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলেন। এ সময় সুহায়েল ইবনে আমর এসে বললেন, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখবার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহর রাসুল (সা.) লেখক ডাকলেন এবং বললেন লেখ "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" এ কথা শুনে সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম রহমান কি আমি জানি না। আপনি বরং বিসমিকা আল্লাহুম্মা লিখতে বলুন। তখন মুসলমানরা বলল আল্লাহর কছম! আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম ছাড়া কিছুই লিখব না। রাসুল (সা.) বললেন, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লার মাঝে প্রতিবন্ধক হবে না, যাতে আমরা তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়েল বলল, আল্লাহর কছম এরুপ করলে আরবের লোকেরা বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এ শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসুল (সা.) তা-ই লিখলেন।

১০৩. ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড/মহিলা বিষয়ক হাদিস সংকলন, পিস পাবলিকেশন, হাঃ ২২৮

সুহায়েল বলল, আমাদের মধ্যে থেকে যদি কোন ব্যক্তি আপনার কাছে (মাদিনায়) চলে যায় এবং সে যদি আপনার দ্বীনের অনুসারী হয় তবে তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। মুসলমানরা এ প্রস্তাব শুনে "সুবহানাল্লাহ" বলে উঠল। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে চলে আসবে তাকে কিভাবে ফেরত পাঠানো যাবে? উমার (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নাবী? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমি সত্যিই আল্লাহর নবী। আমি বললাম আমরা কি ন্যায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যপারে এসব শর্ত মেনে নেবো। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) আর আমি তার অবাধ্য হতে পারিনা। তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম। তবে কি আমি বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই তা করব? তিনি (উমার) বললেন, আমি বললাম না। তিনি বললেন তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, এখন গিয়ে তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুন্ডন করে নাও।

হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, কেউ উঠল না, এমন কি তিনি তিনবার একথা বললেন, যখন তাদের কেউ উঠল না, তখন তিনি উম্মে সালামা (রাঃ) এর কাছে গেলেন এবং তাকে সাহাবাদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনি যদি এটা ভালো মনে করেন, তাহলে কারো সাথে কোন কথা না বলে প্রথমে গিয়ে নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং ক্ষৌর কারকে (নাপিতকে) ডেকে মাথা মুন্ডন করে ফেলুন। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে উম্মে সালামা (রাঃ) যা বলেছিলেন তা

করলেন। তিনি নিজের পশু কুরবানী করলেন এবং ক্ষৌরকারকে (নাপিতকে) ডেকে মাথা মুন্ডন করলেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে নিজ নিজ পশু কুরবানী করলেন এবং পরস্পর মাথা মুন্ডন করতে শুরু করলেন।[১০৪]

সম্মানিতা বোন! ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম নারীদের সাথে পরামর্শ হযরত উমার (রাঃ)ও করেছেন। এক রাতে ঘুরে বেড়াবার সময় হযরত উমার (রাঃ) একজন স্ত্রী লোককে ঘরের ছাদে বসে করুন স্বরে গাইতে শুনলেন। "রাতের কালো আঁধার দীর্ঘ হতে চলেছে, কিন্তু হায়! পাশে যে, আমার প্রিয়তম নেই, যার সাথে আমি একটু প্রেমালাপ করতে পারি।" এ বিরহিণীর স্বামী জিহাদে গমন করেছেন, যাঁর জন্য সে এভাবে করুণ বিরহগীত গাইতেছেন। এ গীতি হযরত উমার (রাঃ) এর প্রাণে স্পর্শ করলো। মনে মনে তিনি বলতে লাগলেন হায়! আরব নারীদের প্রতি আমি কতই না জুলুম করতেছি। বাড়ি ফিরে তিনি মু'মিনদের জননী আম্মাজান হযরত হাফছা (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীর সহচর্য ছাড়া নারী কত দিন থাকতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন, অন্তত চার মাস। অত:পর পরদিন সকালেই তিনি আদেশ জারী করলেন যে, কোন সৈনিকই চার মাসের বেশী সময় বাইরে থাকতে পারবেনা।[১০৫]

চ) প্রয়োজনবোধে মুসলিম নারীগণ জিহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারবে

সম্মানিতা বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রয়োজনবোধে মুসলিম নারীগন জিহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারবে, আর ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধেই আল্লাহর রাসুল (সা.) নারীদের নিয়ে যেতেন। জিহাদের ময়দানে তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজও ছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) উম্মে সুলাইম (রাঃ) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে

১০৪. ছহিহ বুখারী, হা: ২৭৩২, ২৭৩১
১০৫. দূর্গম পথের কাফেলা, পৃ:১৭২-১৭৩

যেতেন। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ প্রয়োগ করতেন।[১০৬]

অন্য একস্থানে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, উহুদের (জিহাদের) দিন কিছু লোক যখন নবী কারিম (সা.) কে ফেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল তখন আমি দেখলাম, আবু বকর এর কণ্যা আয়িশা (রাঃ) ও উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাদের পরিধেয় বস্ত্র গুটাচ্ছেন, যে জন্য তাদের পায়ের পরিধেয় মল (নুপুর) দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এ অবস্থায় তারা উভয়ে পানি ভর্তি মশক পিঠে করে এনে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে আবার ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন।[১০৭]

ছ) প্রয়োজনে মুসলিম নারীগণ নৌ-যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারবে

সম্মানিতা বোন! মুসলিম নারীগণ প্রয়োজনবোধে নৌ-যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আনসারী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসুল (সা.) (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের কাছে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনার হাসির কারণ কি? রাসুল (সা.) জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহন করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহর মতো। তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসুল (সা.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি

১০৬. তিরমিযী, হা: ১৫৭৫
১০৭. ছহিহ বুখারী, হা: ২৮৮০

তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার রাসুলকে, (সা.) আগের মতো হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল (সা.) আগের মতোই জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনসার (রাঃ) বলেছেন, অত:পর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সাথে (নৌ-যুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অত:পর ফিরে এসে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন।[১০৮]

সম্মানিতা বোন! দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হবার জন্যও সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বীন ইসলামকে সকল জীবনব্যবস্থা ও মতাদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আপনি মুসলিম, কাজেই কালেমা তাওহিদের পতাকা উচিয়ে রাখা আপনার কাজ। আপনার মতো অসংখ্য নারীগণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিতি হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত হিন্দা (রাঃ) তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক মুসলিম বীরঙ্গনা।

জ) মুসলিম বীরাঙ্গনা হিন্দাঃ

যে হিন্দা উহুদ যুদ্ধে একদিন শহীদ হামজা (রাঃ) এর কলিজা চিবিয়ে ছিলেন, সে হিন্দা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় লাভের পর নতুন এক জীবনে বিমূর হয়ে উঠলেন। যে রূপে আমরা তাকে উহুদ প্রান্তরে দেখে ছিলাম, তার ঠিক বিপরীত রূপে আমরা তাঁকে দেখি ইয়ারমুক রণক্ষেত্রে ইসলামের বিষ্ময়কর আবির্ভাব ও অভ্যুথ্যানের পূর্বে রোম সম্রাজ্যের শাসনকর্তা

১০৮. ছহিহ বুখারী, হাঃ ২৮৭৭-২৮৭৮

বিচলিত হয়ে পড়লেন। রোম সম্রাজ্যের পাশেই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যূদয় তার অস্তিত্বের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। তাই মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য রোমক শাসনকর্তা বিরাট বাহিণী সমাবেশ করলো ইয়ারমুক প্রান্তরে। মুসলিম বাহিণী এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। হযরত হিন্দা (রাঃ) তখন বেঁচে আছেন। তুষার শুভ্র কেশ, জীর্ণ দেহ (অর্থাৎ বৃদ্ধা নারী), তবুও জিহাদের নামে তাঁর দেহে আগুন জ্বলে উঠলো। দেহের সকল জড়তা ও অবসাদ ঝেড়ে ফেলে হিন্দা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। অপূর্ব তৎপরতার সাথে তিনি মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিণী গড়ে তুললেন। এই বিরাট নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিণী হিন্দার নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্য দলের সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রের দিক আগ্রসর হলো। দুই লক্ষ রোম সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র চল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্য ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে ইয়ারমুকে সমবেত হলো। কাতারে কাতারে মুসলিম সৈন্য অগ্রসর হয়ে চলেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বিপুল রক্তক্ষয়ী সে সংগ্রাম। অপূর্ব ও বীরত্বের সাথে মুসলিম সৈন্যগণ যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু বিপুল শত্রু সৈন্যের সম্মুখে তারা অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পিছনে হটতে লাগলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা তাঁবুর দিকে ছুটতে লাগলো। হঠাৎ রণক্ষেত্রে হিন্দা তাঁর স্বেচ্ছা সেবিকাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। চিৎকার করে তিনি মুসলিম সৈন্যদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে ভীত মুসলিম পুরুষ দল! কোন মুখে তোমরা পরাজয় বরণ করে ফিরে আসছো? তোমাদের লজ্জা করেনা? ফিরে যদি আসতে চাঁও তবে এই নাও আমাদের অলংকার, আমাদের হিজাব, তাবুতে প্রবেশ করো, আমরা নারীরা তোমাদের ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধ করবো, জয়লাভ করবো। হিন্দা (রাঃ) এর এ তেজোদীপ্ত উক্তিতে মুহুর্তে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। নতুন উৎসাহে পূর্ণ তেজে মুসলিম সৈন্য ফিরে দাঁড়ালো। বীর বিক্রমে রোমক সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলো। সেই আক্রমনের বেগ তারা সহ্য করতে পারলনা। শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো রোমক বাহিণী। সত্যের বার্তা, সত্যের কৃপাণ,

আলোকবর্তিকা পুরুষের সাথে নারীও বহণ করেছে। নারীও সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, নির্লিপ্ত চিত্তে তার জন্য অশেষ দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছে। জিহাদের আহবানে স্বামী, পুত্র, ভাইদের হাসিমুখে মৃত্যুর দ্বারে পাঠিয়ে দিয়েছে, শহীদ হয়েছে, চোখের সামনে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছে, তবুও এতটুকুও বিচলিত হয়নি। সত্যের পথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুৎ হয়নি।[১০৯]

সম্মানিতা বোন! সত্যি সত্যিই আমাদের নিকট পাওয়া মহা মূল্যবান দ্বীন ইসলাম, এমনি এমনিতেই আমাদের নিকট আসেনি। তার পেছনে ঝড়েছে অজস্রপ্রাণ, রক্তে রঞ্জিত হয়েছে মক্কা-মদিনার বিভিন্ন স্থান। নির্যাতন-জুলমের শিকার হয়েছে পৃথিবীর বুকের সর্বোত্তম চরিত্রের সরলমনা মুসলিম আল্লাহর নবী (সা.) এর সাহাবা (রাঃ) গণ। এই দ্বীন ইসলাম আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেমন পুরুষরা নির্যাতন-জুলুমের স্বীকার হয়েছে, তেমন নারীগণও নির্যাতন-জুলুমের স্বীকার হয়েছে। এমনকি মৃত্যুবরণও করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। যিনি ইসলামের প্রথম শহীদ।

ঝ) হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এর শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ৬২৫ সালের।[১১০]

ইসলামের প্রথম শহীদ একজন নারী।[১১১]

নাম, হযরত সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত (রাঃ)। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। স্বামী ইয়াসির ইবনে আমের (রাঃ) দাস ছিলেন আবু হুজায়ফা ইবনে আল মুগিরার। ইসলামের বাণী প্রাচারের আগে দাসী সুমাইয়ার সাথে ইয়াসিরের বিয়ে দেন এবং বিয়ের পর দুইজনকে মুক্তি দিয়ে দেন। ঐ সময়ের প্রথা ছিল, দাস জীবন স্বাধীন হয়ে গেলেও একজন প্রভাবশালী আরবের

১০৯. দূর্গম পথের কাফেলা, পৃঃ ১৫৬-১৫৭

১১০. আল-আ'লাম, ৩/১৪০

১১১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাঃ ৩৬৯২০

অধীনেই বাস করতে হতো। এই প্রথা মেনে মক্কার প্রভাবশালী আবু জাহেলের অধিনতা মেনে মক্কায় বাস করছিলেন। আরেকটি সূত্রমতে, ছেলে মুক্ত হয়ে হুজায়ফার সঙ্গে ছিলেন। হুজায়ফা ছিলেন, ইসলামের শত্রু আবু জাহালের চাচা। নাবীজি (সা.) এর নাবুওয়াতের পর যখন ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করেন তখন সুমাইয়া (রাঃ) এর বৃদ্ধাকাল, বার্ধ্যকে দূর্বল হয়ে পড়েছেন। স্বামী ইয়াসির এবং ছেলে আম্মারসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, সুমাইয়া (রা) গোপনে গ্রহণ করলেও কয়েক দিন পর প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। যারা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুমাইয়া দম্পতি। বলা হয়, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ১৭তম। ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার পর থেকে ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি আবু জাহালের চোখের বিষ হয়ে যান। শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। হাত-পা বেঁধে উত্তাপ বালির উপরে ফেলে রাখা হয়। মুসলমানদের শক্তি এমন পর্যায়ে যায়নি যে, তাঁকে মুক্ত করবেন। একদিন মুশরিকরা যখন হযরত আম্মার (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারকে শাস্তি দিচ্ছিল তখন ওই পথে যাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসুল (সা.)। তাঁদের অবস্থা দেখে বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ, ধৈর্য্য ধরো! হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ, ধৈর্য্য ধরো! তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।[১১২]

যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন তাদের প্রায় সকলকেই নানা ভাবে নির্যাতন করা হলো। হযরত আম্মার (রাঃ) এর পিতা হযরত ইয়াসির (রাঃ) এবং মা সুমাইয়া (রাঃ) কে যে নির্যাতন করা হয়েছিল তা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। মরুভুমির উপর পাশাপাশি দুইটা খুঁটি পোঁতা, একটায় বাঁধা হলো ইয়াসির এবং অন্যটিতে সুমাইয়াকে। দু'জনের কারো শরীরে কাপড় রাখা হলো না। কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয়, এমন শাস্তি দেব যেন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে। হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এর যৌনাঙ্গে তীর নিক্ষেপ

১১২. ইবনে হিশাম,১/১৩০, আনসাবুল আশরাফ, ১/১৬০

করা হলো। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে বর্ষার আঘাত করা হলো। একটা দুইটা না অসংখ্য। তীব্র যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে তিনি মারা যান।[১১৩]

তিনি ইসলামের প্রথম নারী শহীদ। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ইয়াসির দেখলেন স্ত্রীর করুণ পরিণতি। স্ত্রীকে মেরে ফেলে কাঠের খুঁটির সঙ্গে সারাদিন বেঁধে রাখা হয় ইয়াসিরকে। পরদিন সন্তানকে ধরে আনা হলো। মায়ের ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে আম্মার চিৎকার করে উঠলেন, জ্ঞান হারালেন। এরপর মায়ের লাশ সরিয়ে এবার তাকে বাঁধা হলো ঐ খুটির সঙ্গে। পিপাসায় ইয়াসিরের বুক ফেটে যাচ্ছে। মাথা তুলে একবার পানি বলছেন আবার পরক্ষণে নুয়ে পড়ছেন। দুইজন এসে খুঁটি থেকে হাত খুলে সরিয়ে নিয়ে আসে। এরপর দুইপায়ে রশি বাঁধা হলো। এই রশির অন্য প্রান্তে বাঁধা হলো দুইটা তেজি উটের পেছনের বাম পায়ের সাথে। চার পাশে কুরাইশ কাফেররা উল্লাস করছে। উট দুটিকে তাড়ানো হলো, ছিড়ে দুই টুকরো হয়ে গেলেন ইয়াসির (রাঃ)। পিতার মৃত্যু দেখে জ্ঞান হারালেন হযরত আম্মার (রাঃ)। হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে রাখা হলো বালির উপর। নির্মম অত্যচার সহ্য করেও ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এর পুত্র আম্মার (রাঃ) বেঁচে ছিলেন। পরে নবিজী (সা.) এর সঙ্গে থেকে বদর থেকে শুরু করে তাবুক যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মায়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা ভুলতে পারেননি, ছেলে হযরত আম্মার (রাঃ) প্রায় সময় মায়ের কথা ভেবে কাঁদতেন। ইয়াসির পরিবারের সেই মর্মান্তিক নির্যাতনের দিন আল্লাহর নবী (সা.) ইয়াসির পরিবারের জন্য দু'আ করে বলেছিলেন-হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিওনা।[১১৪]

১১৩. তাবাকাত, ৮/২৬৫, সিকাতুস সাফওয়া,২/৩২, আল বিদায়া,৩/৫৯, ইসলামে প্রথম, পৃঃ ১৫৬
১১৪. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩১৯, টীকা, ৫/ইসলামে প্রথম, পৃঃ ১৫৫-১৫৭

ঞ) জিহাদের ময়দানে মুসলিম নারীযোদ্ধা হযরত উম্মে উমারা (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নারীযোদ্ধা হযরত উম্মে উমারা (রাঃ)। তিনি প্রথম পর্বের মুসলিম, মদিনার আনসারী নারী। উম্মে উমারা নামে পরিচিত। পিতার নাম কা'আব ইবনে আমর। তিনি ছিলেন মাদিনার বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার।[১১৫]

একদিন নবী (সা.) এর কাছে মদিনা থেকে এলেন ছয়জন, গোপনে দেখা করেন। যখন মাক্কায় মুসলমানের জীবন টালমাটাল, ঐ রকম সময়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। একে বলা হয় আকাবার প্রথম বায়াত। এই ছয়জন মাদিনায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে মাদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। পরের বছর হজ্বের সময় এলেন ৭৩ জন, মতান্তরে ৭৫ জনের একটি দল। আকাবায় প্রিয় নবী (সা.) এর সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। এখানে অনুষ্ঠিত হয় আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত। এই দলে ছিলেন দুইজন নারী। তাদের একজন উম্মে উমারা (রাঃ), অন্যজন আসমা বিনতে আমর ইবনু আদী (রাঃ)।[১১৬]

হযরত উম্মে উমারা (রাঃ) অত্যন্ত সাহসী। তিনি উহুদ যুদ্ধে যোগদেন যোদ্ধাদের পানি পান করানোর জন্য। সাথে ছিলো একটি পুরনো মশক। এক সময় যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে মশক ছেড়ে তীর-ধনুক হাতে তুলে নেন উম্মে উমারা (রাঃ)। ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর উপর। যুদ্ধের ময়দানে প্রিয় নবী (সা.) আহত হলেন। তখন উম্মে উমারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। হাতে উঠিয়ে নেন খোলা তলোয়ার। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম আল যাওয়ী (রহিঃ) বলেন, মুসলিম বাহিনীতে উম্মে উমারা (রাঃ) দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শোর্যবীর্যের অতুল্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি

১১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা/ইসলামে প্রথম,পৃঃ ১৭৮
১১৬. যাদুল মা'আদ, পৃঃ ২৪৫

মুশরিকদের প্রখ্যাত পালোয়ান আমর ইবনে কমিয়ার উপর পরপর কয়েববার তলোয়ার দিয়ে হামলা চালান। কিন্তু আমর ইবনে কামিয়ার সারা শরীর লোহার বর্মে ঢাকা থাকায় হামলা সফল হলো না। বরং আমর ইবনে কামিয়ার হযরত উম্মে উমারাকে আক্রমন করে জখমী করে দেয়।[১১৭]

আহত অবস্থাতেই উঠে এলেন প্রিয় নবীজী হযরত উম্মে উমারা এর নিকট। উম্মে উমারার কাছে এসে ছেলে আব্দুল্লাহকে ডেকে বললেন, তোমার মাকে দেখ, তোমার মাকে দেখ। এই যুদ্ধে মারাক্তক আহত হয়ে ছিলেন ছেলে আব্দুল্লাহও। ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সে দিন আমি মারাক্তক আহত হলাম, রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। মা এসে ক্ষত স্থান বেঁধে দিয়ে বললেন, ওঠো আব্দুল্লাহ, শত্রুদের আক্রমন করো, যারা আল্লাহর রাসুল (সা.) কে আহত করেছে তাদের। ঐ সময় পাশে ছিলেন প্রিয় নবী (সা.)। তিনি বললেন, হে উম্মে উমারা, তুমি যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য রাখো অন্যের মধ্যে তা কোথায়? উহুদ যুদ্ধ ছাড়াও আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন উম্মে উমারা। ইবনে সাদের বর্ণনায় এসেছে তিনি উহুদ. হুদাইবিয়া, খয়বার, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ নেন। হাকেম ও ইবনে মানযূরের মতে-তিনি বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। ইমাম জাহাবী (রহিঃ) বলেছেন, উম্মে উমারা (রাঃ) এর বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়ার ঘটনা সঠিক নয়।[১১৮]

হযরত উম্মে উমারা (রাঃ) এর মৃত্যুর বছর সম্পর্কে জানা যায় না। তবে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি যে জীবিত ছিলেন এটা জানা যায়। এরপর কত দিন জীবিত ছিলেন তা জানা যায় না। তিনি সব সময় নবী (সা.) এর আলোচনায় হাজির থাকতেন, কথা শুনতেন।[১১৯]

---

১১৭. যাদুল মাআদ, পৃঃ ২৮২
১১৮. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২/২৭৮
১১৯. ইসলামে প্রথম, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

সম্মানিতা বোন! ইসলাম প্রতিষ্ঠা সহজ বিষয় নয়; ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্য জীবন বিলিয়ে দেবার মনমানুসিকতার লোকের প্রয়োজন। যারা নেতার আনুগত্যে নিবেদিত প্রাণ এমন মুসলিমের প্রয়োজন। নিজের স্বামী, সন্তান, পিতার জীবন থেকে আমীরে মুসলিম তথা মুসলিমের নেতার জীবনকে মূল্যবান মনে করবে; আর এমনটিই ঘটে ছিলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার শুরুতে।

সম্মানিতা বোন! ইসলাম প্রতিষ্ঠা এমনি এমনিতেই হয় না, ঘরে অর্থ জমা রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য অর্থ না দিয়ে, টাকা পয়সা নেই বলে নেতাকে ধোকা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অক্লান্ত পরিশ্রম, দানবীর মন, আনুগত্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই ইসলাম বুঝে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করুন "আমীন"।

পরিশেষে সকলের নিকটেই আমার জননী 'উম্মে মাসউদ সাহরা বিনতে রিয়াজ' এর জন্য দু'আ চাই যেন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন "আমীন"।

সমাপ্ত

আপনার মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দিন।

আমাদের আরো বই সমুহঃ

১. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।
২. সর্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ ।
৩. মাসজিদে যিরার।
৪. মুক্তির পয়গাম।
৫. বিচার দিবস।
৬. তালীমুল ইসলাম।
৭. আগে পরীক্ষা পরে জান্নাত।

অন্তীম প্রকাশনী